RARE BOOK

v. 6.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

v. 6.

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮১ সংখ্যা। } বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

নববর্ষ।

NATIONAL LIBRARY Tmp 38553 DATE 26.8.09 CALCUTTA

যাঁহার করুণা স্রোতে ভাসে ত্রিভুবন,
নবভাবে তাঁর দয়া করিতে কীর্ত্তন।
নব বেশে সুসজ্জিত করি সমুদয়,
মহাহর্ষ নববর্ষ হইল উদয়॥

দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসর আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইল, আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলাম। পৃথিবী বার্ষিক গতিদ্বারা সূর্য্য-মণ্ডলকে আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। কিন্তু পৃথিবী এক মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিবার নহে, আবার আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ আরম্ভ করিল। আমরাও নূতন আশা ও উৎসাহের সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্য পথে সঞ্চরণ করিব। গত বর্ষ আমাদিগের নানাবিধ ত্রুটি স্মরণ করাইয়া বার বার ধিক্কার দিয়াছে, মৃত বৎসরের সহিত আমাদিগের দোষ সকলকে বিদায় দিয়া নূতন হৃদয় মন লইয়া যেন নূতন বৎসরের সহিত কার্য্য করিতে পারি। আমরা অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বরের আবার অনেক দয়া পাইব, তিনি সুখ দুঃখ নানাবিধ উপায় প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিবেন এবং সাক্ষীরূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পাপের শাস্তি

ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিবেন। আমরা যেন তাঁহার উপরে দৃ বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে থাকি। সকলকে এই নূতন বৎসরের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে, অতএব সকলেই যেন ইহার জন্য বিশেষ রূপে প্রস্তুত হই।

লোকে কথায় বলে "নূতন বৎসরের প্রথম দিন যেরূপে যায়, সম্বৎসর সেইরূপে গত হয়।" বস্তুতঃ একথাটীর অর্থ আছে। এই জন্য সকল দেশের লোকেই বৎসরের প্রথম দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টা পায়। নববর্ষ উপলক্ষে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি কিরূপ উৎসব করে আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিব এবং তাহা হইতে যে উপদেশ লাভ করা যায় তাহাও নির্দ্দেশ করিব।

আমাদিগের দেশে এই দিন একটী মহোৎসবের দিন। ভ্রমণ, গান, নৃত্য, মল্লক্রীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে নানা স্থান পূর্ণ হয়। ব্যবসায়ী লোকে হালখাতা খুলে। হিন্দু জ্যোতিষ গণনানুসারে সূর্য্য মেষরাশিস্থ* হইলে বৎসরের আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের লোকেরা সূর্য্য ঠিক্ যে সময়ে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে তাহা লক্ষ্য করে, এবং এই ঘটনা দুই প্রহর রাত্রের সময় হইলে তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র এবং মধ্যাহ্নে হইলে উজ্জ্বল রক্তবস্ত্র পরিধান করে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্য সময়ে হইলে তাহার উপযুক্ত রঙের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত 'নোয়া রোজের' বস্ত্র পরিধান করে। রাজা সিংহাসনস্থ হইয়া অমাত্য ও প্রজাদিগের নিকট হইতে নজর গ্রহণ করেন।

* জ্যোতিষের মতে পৃথিবী সম্পর্কে সূর্য্যের অবস্থিতি বিবেচনায় তাহার একটী বার্ষিক গতির পথ কল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে রাশিচক্রের দ্বাদশটী রাশি ভোগ করিয়া থাকে। দ্বাদশটী রাশিঃ—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি সমান হইত, এই নিমিত্ত ঐ দিন বৎসরের প্রথম দিন গণিত হয়। কিন্তু প্রায় ১৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার কালের নিয়ম ছিল। গতির ক্রমশ পরিবর্ত্তনে এক্ষণে ১০ই চৈত্র সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হয়। এখন রাশিচক্রের হিসাব মত এই দিবসকে নববর্ষের প্রথম দি বলিয়া গণনা করা উচিত। হিন্দুদিগের চৈত্র সংক্রান্তির ধর্ম্মকার্য্য সকলও এখন ঠিক সময়ে হয় না।

" মাবারথ নোয়া রোজ " নববর্ষের জয় হউক এই বলিয়া সকল লোকে পরস্পরকে সম্বোধন করে, রাজা ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সমস্ত দিবস আমোদে অতিবাহিত হয়, রাজ প্রাসাদে সাধারণ মেলা হয় এবং পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ও তত্ত্ব তল্লাশ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে শিল্প কার্য্যাদি প্রস্তুত করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন দেয়।

প্রাচীন রোমকেরা নববর্ষের প্রথম দিনে * পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিত। প্রজারা ভূস্বামীদিগকে সোনার পাতে মুড়িয়া ডুম্বুর, খাজুর ইত্যাদি ভেট দিত এবং দেবমূর্ত্তি ক্রয় ও তাহার পূজার নিমিত্ত টাকা ব্যয় করিত। ইউরোপের উত্তরাংশের লোকেরা থর ও ওডেন দেবতার পূজা করিত, তাহারা কাষ্ঠ জ্বালিত, বলি দিত, স্তব গান করিত এবং নূতন বৎসরের আরম্ভে মহৎ আনন্দ লাভ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের শুভ কামনা করিত। ড্রুইড নামে ইংলণ্ডের প্রাচীন যাজকেরা অরণ্যের বৃহৎ ওক বৃক্ষ আরোহণ করিয়া রৌপ্য ছুরিকাদ্বারা তাহা হইতে পবিত্র লতা ছেদন করিত এবং তাহাই সকলে নববর্ষের জাতি সাধারণ ভেট বলিয়া বিবেচনা করিত। রোমক, স্যাক্সন ও দিনামারেরা যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করে, তখন তাহারা ইংলণ্ডে নববর্ষের আনন্দ প্রকাশ করিত। নিষ্ঠুর নর্ম্মান রাজারাও ইহার অন্যথা করে নাই। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় হেনরী নববর্ষের তোলা তুলিতেন। অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এবং রাজ্ঞী এলেজেবেথের সময়েও নববর্ষ উপলক্ষে রাজকীয় দানের রীতি ছিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীরাও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

অদ্যাপিও ইংলণ্ড ও আইরলণ্ডে রাজপুত্রের জন্মদিনে যেরূপ উৎসব হয়, নববর্ষের জন্ম দিনে সেইরূপ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভজনালয়ে উচ্চ ঘন্টাধ্বনি হইতে থাকে। স্কটলণ্ডে নববর্ষের দিন ইংরেজদিগের বড় দিনকেও হারাইয়া দেয়।

---

* ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা ১ লা জানুয়ারি নববর্ষের প্রথম দিন গণনা করে।

চীনদেশে নববর্ষের দিনে ধূমধামের সীমা নাই। নূতন বৎসর না পড়িতে পড়িতে পুরাতন বৎসরের সমুদায় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে, তথাকার এইরূপ নিয়ম। বৎসরের শেষ মাসের মধ্যে ব্যবসায়ী লোকে দেনা পাওনা পরিষ্কার না করিলে ঘোরতর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। গত বৎসরের সমুদায় ভাবনা চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকেরা মহা আনন্দ উৎসব করে এবং বহুল পরিমাণে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় তথায় বণিকেরা দোকান সকল পুষ্পদ্বারা সজ্জিত ও আলোক মালায় মণ্ডিত করে এবং বন্ধুবান্ধবগণকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে নববর্ষের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব। দোকান সকলে ঘোর রোলে কোলাহল হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নববর্ষের দান প্রদান ও গ্রহণ করে। জার্ম্মাণিতে এই দিনে ঘণ্টানাদ, তোপধ্বনি, নৃত্য, গীত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি চলিয়া থাকে। লাপলণ্ড; সুইডেন এবং ডেন্মার্কে এ সময়ে অত্যন্ত শীত, তথাপি তাহারা গৃহমধ্যে মহোৎসব করে। সুইটজার্লণ্ডে শিঙ্গা বাজে এবং কৃষকেরা পর্ব্বতোপরি একত্র হইয়া আনন্দ-ধ্বনি করে। আমেরিকার লোকেরা পাঁচ ছয় জন দলবদ্ধ হইয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে, গৃহস্বামিনীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে এবং এত উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য প্রার্থনায় সুরাপান করে, যে তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য শীঘ্র তিরোহিত হইয়া যায়।

নববর্ষ উপলক্ষে মনুষ্যজাতি সর্ব্বত্র এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহ কর উৎসব করিয়া থাকে, ইহাতে অবশ্যই তাহাদিগের জীবন গত বর্ষের ক্লান্তি ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যম ও বল সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই ঘটনাটীকে যেরূপ চক্ষে দেখা উচিত এবং যেরূপ মনোযোগের সহিত ইহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত তাহা অতি অল্পলোকে ভাবিয়া থাকেন। ক্ষণিক আমোদ শেষ হইলে উৎসাহেরও শেষ হইয়া যায়। নববর্ষের আরম্ভের সহিত সংবৎসরের গাঢ় সম্বন্ধ, ইহা বুঝিয়া সতর্ক হইয়া সংবৎসর যাহাতে ভালরূপে কাটিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকে আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা আপনার বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রকৃত

অবস্থা যেন নিরূপণ করেন এবং সংবৎসরের কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন। অনিয়মে জীবন কাটান অপেক্ষা মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট যে যে কার্য্য সাধনের জন্য দায়ী, তাহা যত্ন পূর্ব্বক জ্ঞাত হইবেন এবং তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য শরীর, মন ও যে কিছু ক্ষমতা আছে সমর্পণ করিবেন, আর সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রত্যেকে আপনার নব জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন্ এবং তাহারই জন্য দৃঢ়রূপে চেষ্টা করুন, জীবন সার্থক হইবে।

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তামাক ব্যবহার।

আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, সিন্দূর ব্যবহার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যের যেরূপ হানি এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের যেরূপ ব্যাঘাত হয় কিছুদিন হইল, আমরা তদ্বিষয় লিখিয়াছিলাম। সেই অনিষ্ট কর ব্যবহারে তাঁহারা কতদূর বিরত হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। অদ্য আমরা তদপেক্ষা একটী অধিক অশিষ্ট ও অনিষ্ট জনক আচারের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদিগের দেশের ভদ্র বংশীয়া মহিলারা তামাক ব্যবহার করেন, একথাটী শুনিয়া অনেকে হয়তো প্রথমতঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন। কিন্তু ফলতঃ এটী আমাদিগের কল্পিত কথা নয়। সহরের মহিলাদিগের মধ্যে এ ব্যবহার তাদৃশ প্রচলিত নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ অনেক ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্দূর ব্যবহার যেমন একটী শাস্ত্রাদেশ বলিয়া মান্য এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ইহা সেরূপ নয় বটে, কিন্তু ইহা সামান্য অসভ্য ও অপকারক অভ্যাস নহে। সিন্দূর ব্যবহার একটী কুসংস্কারাপন্ন দেশাচারের মধ্যে গণ্য, তজ্জন্য উহার সহিত

মনের সংস্কারের অধিক সম্বন্ধ। মন হইতে কুসংস্কার দূর করিতে পারিলে উহা পরিত্যাগ সুসাধ্য হইয়া যায়। তামাক ব্যবহারের সহিত শরীরের প্রবল সম্বন্ধ। যিনি একবার ইহাতে অভ্যস্ত হন, তিনি পুনরায় ইহা ত্যাগ করা সাধ্যাতীত মনে করেন। পুরুষেরা তামাক বা অপর কোন মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হইলে তাহা পরিত্যাগ করা যেমন দুঃসাধ্য, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই দোষাকর অভ্যাসটী তদপেক্ষা কোন মতে সহজ নহে। যে তামাক পুরুষেরা ধূম দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারা "তামাক পোড়া" বা 'গুল' নামে তাহা ব্যবহার করেন। কেবল তৈয়ার ও ব্যবহারের প্রকার ভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং তামাকের ধূম সেবন অপেক্ষা তামাক নিয়ত মুখে রাখাতে যে উহা অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইয়া অধিক অপকার করে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "তামাক পোড়া,, কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং উহা মুখে কি প্রকারে ব্যবহৃত হয় তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা আমরা আবশ্যক বোধ করিলাম না। কারণ যদি তাহা পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ অজ্ঞাত থাকেন, আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদের ভগ্নীদিগের নিকট তাহা সহজে ও উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন।

"কলিকাতা জরন্যাল অব মেডিসেন" নামক চিকিৎসা পত্র এই বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। সিন্দূর যেমন হিন্দুদিগের শাস্ত্রোক্ত একটী প্রাচীন ব্যবহার, গুল সেরূপ নয়; ইহা অধুনা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সিন্দূর ব্যবহারের অনিষ্টতায় সংশয় উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অপকারিতায় কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। ভদ্রবংশীয় হিন্দুমহিলাগণ যেমন নির্ম্মল চরিত্র এবং মিতাচারী এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব তাঁহাদিগের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে এই কদভ্যাস রূপ কলঙ্কের কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একটী সুখের বিষয় এই, যখন এই কদর্য্য ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় তখন মাদকতার জন্য ইহার প্রতি অবলাগণের অনুরাগ হয় নাই। আমাদিগের পরিচিত একটী সম্ভ্রান্ত প্রাচীনা স্ত্রী বহুদিন হইতে এই কুঅভ্যাসে অনুরক্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার প্রতিবাসী মণ্ডলীতে যখন উহার ব্যবহার প্রথমে আরম্ভ হয়, তখন সকলে এই

বিশ্বাসে উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা দাঁত শক্ত হয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি রমণীগণের যেরূপ স্বাভাবিক বিশেষ যত্ন যায়, তাহাতে যে বস্তু ব্যবহার দ্বারা দন্তহীনতা জনিত শ্রীভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ে যে তাঁহারা আদর ও আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে।

আমাদিগের দেশে যে চারি প্রকারে তামাক ব্যবহারের রীতি আছে তন্মধ্যে উক্ত প্রকার ভিন্ন অপর কোন প্রকারে তামাক ব্যবহার হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বামাবোধিনীর পাঠিকা, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ এরূপ জঘন্য অভ্যাসে আসক্ত থাকেন তাহা অতিশয় লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ সেরূপ নাই ইহা নিঃসংশয় হইয়া বলা যায় না। কারণ উল্লিখিত চিকিৎসা পত্রে উক্ত হইয়াছে, যে এই কদভ্যাসে একবার অনুরক্তি হইলে, আপনার কষ্ট অপরের নিন্দা এবং স্বামীর ভৎর্সনা প্রভৃতি কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করাইতে পারে না। একটী এদেশীয় রমণী হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগের সহিত দেশীয় প্রায় সমস্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এই কদভ্যাসটী পরিহার করিতে পারেন নাই। ইহাদ্বারা স্বাস্থ্য ভঙ্গের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

গুল ব্যবহারে যে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহা প্রথমতঃ এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায়:—বমনেচ্ছা, বমন, শিরঃ কম্পন, অর্থাৎ মাথা ঘোরা এবং শরীরস্থ মাংসপেশী সকলের শিথিলতা।

তৎপরে বুকজ্বালা, অম্লপিত্ত, অক্ষুধা, উদরভঙ্গ বা এককালে কোষ্ট-বদ্ধ এবং মুখাবয়ব পিঙ্গলবর্ণ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহার কাহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য হৃতপিণ্ডের সম্মুখভাগে বেদনা ও বুকের মধ্যে অধিক শব্দ অনুভব হয়। তদ্ভিন্ন নানাবিধ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। কোন পল্লী-গ্রামস্থ একটী স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা বুক দুর্ দুর্ করিত এবং হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় নানা পীড়া হইত। নিয়ত "তামাক পোড়া" মুখে রাখা অর্থাৎ গুল ব্যবহার করা তাহার এক মাত্র কারণ নির্ণীত হইয়াছে।

তামাক ব্যবহার দ্বারা অতি বলবান শরীরেরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অতএব কোমল স্নায়ু বিশিষ্ট রমণীগণের স্বাস্থ্যের যে সমধিক অনিষ্ট হয় তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহাতে আসক্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন এক একটী উৎকট পীড়া ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। মূত্রাশয় ও গর্ভাশয়ের পীড়া ও তাহাতে এক প্রকার বেদনা, অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগ, প্রদর এবং শারীরিক নিয়মিত কার্য্যের ব্যতিক্রম এই সমুদয় পীড়াও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে ধাতু এ প্রকার বিকৃত হইয়া যায় যে অনেক স্থলে অজীর্ণতা, অর্শ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কতকগুলি রোগ অঙ্গভার স্বরূপ চিরসঙ্গী হইয়া পড়ে।

গুলাসক্ত স্ত্রীদিগের কোন তরুণ রোগ হইলে ঔষধ সেবনের মহা-ব্যাঘাত হয়। কারণ তাঁহারা গুল কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ঔষধের গুণকারী শক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা দ্বারা যে সমস্ত অপকার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদয় অপেক্ষা আর একটী বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অনিষ্টকর অভ্যাসে আসক্ত হয়েন শুদ্ধ তাঁহারা নিজে যে তৎদোষের ফল ভোগী হয়েন তাহা নহে, তাঁহাদিগের সন্ততিদিগকেও সেই দুঃখের উত্তরাধিকারী করেন। তাঁহাদিগের সন্তানেরা সুস্থশরীর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। মাতৃ প্রকৃতির বীজ লইয়া কগ্ন শরীরে পৃথি-বীতে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং জীবনের মধ্যে অতি অল্প কাল স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

"তামাক পোড়া" ব্যবহারের যে সমস্ত অপকারের কথা বলা হইল, তাহাতে পাঠিকাগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন যে এই বিষতুল্য মাদক দ্রব্য সেবন করা কি প্রকার গর্হিত কার্য্য। যাঁহারা ইহার অনিষ্ট-করী শক্তির বিষয় অগ্রে না জানিয়া ভ্রম বশতঃ উহাতে অনুরক্ত আছেন, তাঁহারা এখন হইতে আর সচ্ছন্দ পূর্ব্বক উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। উহা পরিত্যাগের জন্য তাঁহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে এই মহাশত্রুর হস্তে আপনা-

দিগকে নিক্ষেপ করেন নাই, তাঁহারা বিশেষ রূপে সাবধান হউন যেন ভবিষ্যতে কখন ইহার অধিকার-ভুক্ত হইতে না হয়।

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য পুষ্পের ন্যায় যেরূপ দেখিতে মনোহর, সেইরূপ শীঘ্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য থাকাতে রমণীরা যেমন সৌভাগ্যবতী, দুর্ভাগ্য ও বিপদেরও তেমনি অধীন। বিকসিত গুলাব পুষ্প দেখিলে যে কেহ আসিয়া বৃক্ষ হইতে তাহাকে অপহরণ করে, পরে উপভোগ দ্বারা ম্লান হইয়া পড়িলে আর তাহার সমাদর কোথায় থাকে? যাঁহারা রূপের নিমিত্ত গর্ব্বিত, দিবানিশি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আপনাদিগের অঙ্গরাগ ও বেশবিন্যাস করিতে থাকেন এবং সাধারণের নিকট আপনাদের রূপ দেখাইয়া প্রশংসালাভ করিতে উৎসুক, তাঁহারাও অবশেষে যার-পর-নাই ঘৃণাস্পদ ও বিপদ্‌ গ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগকে সুরক্ষিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষার উপায় কি? প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মতে

> "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
> পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।"

স্ত্রীগণকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষ করেন, তাহাদের স্বাধীনভাবে চলিবার যোগ্যতা নাই। আমরা এইরূপ প্রথা দেখিয়া আসিতেছি এবং ইহা হইতে -মাজের যে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অসভ্য কালের উপযুক্ত। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনত এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই এরূপ বিবেচনা কর নিতান্ত অন্যায়। যখন তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উন্মেষ হয় তখন তাহারা আপনারাই আপনাদের রক্ষক। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রের অন্যত্র আছে ঃ—

> "অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
> আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ু স্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।"

স্ত্রীগণ বহু সতর্ক আত্মীয় পরিজন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিলেও অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা। এই বাক্যটী অতি সার এবং মূল্যবান।

রমণীগণ! তোমরা আত্মরক্ষার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্নবতী হও। পদ্ম যেমন নির্জ্জনে থাকিয়া সৌন্দর্য্য সংরক্ষণও বর্দ্ধন করিয়া থাকে, তোমরাও সেইরূপ বিনম্র থাকিয়া আপনাদের গৌরব রক্ষা কর। যদি রূপের জন্য প্রশংসা চাও সর্ব্বদা সকলের চক্ষে প্রকাশিত থাকিও না এবং যদি অনুরাগী সহৃদয় পতি চাও ধর্ম্ম, বিনয় ও কোমলতা গুণে বিভূষিত হও। তোমাদের রূপ বিনষ্ট হইলে এই সকল সদ্গুণে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। ইহা হইলে তোমরা সকল বিপদ্ হইতে সুরক্ষিত থাকিতে পারিবে।

বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা আপনাদের রূপ যদি প্রকাশ করিতে না পার, বামাগণ! তাহার জন্য দুঃখিত হইও না। যদি তোমাদের অন্তরের গুণ থাকে তাহা হইলে আর তোমাদের ভাবনা কি? যাহারা বাহ্যশোভায় ভূষিত, তাহাদের সে অস্থায়ী আড়ম্বরে গর্ব্বিত হওয়া উচিত নয়। পাছে শঠের প্রতারণা জালে পড়িতে হয় এই নিমিত্ত তাহাদিগকে কম্পিত-হৃদয় হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

বাড়ায় অধিক রূপে যাতনা আপদ্
সামান্য রূপসীগণ সুখী নিরাপদ।

সমধিক রূপবতীগণের যেমন বিপদ্ সমধিক, তেমনি সমধিক আন্তরিক গুণে দৃঢ় হওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা প্রথম বয়সে চঞ্চলমতি হইয়া এই হিতবাক্যের অনুসরণ না করেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। বাহ্য শোভায় লোককে ক্ষণকাল মোহিত রাখিতে পারে, মনের সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী। ছবি একখানি যত কেন সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা সুচিত্রিত হউক না, তাহা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। যে নারীর সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্য গুণ নাই, তাহার সে সৌন্দর্য্য অল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহার প্রতি অনুরাগ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?

দেখলো রূপসি! এই গুলাব স্থন্দর,
ফুটিলে সকলে তারে করে সমাদর,
রূপের গৌরবে ফুল্ল রবি পানে চায়
দম্ভভরে, আড়ম্বর অমনি শুকায়।

দেখলে পর্ব্বত পার্শ্বে ছায়াবগুণ্ঠিত
শুভ্রবেশে কমলিনী হয় প্রফুল্লিত!
নিষ্কলঙ্ক কুমারীর প্রতিমার প্রায়,
অক্ষয় কুসুম দল বিরাজে তথায়।

বিনয় নম্রতা যৌবনের আভরণ
জ্ঞানধর্ম্মে মন তব কর সুশোভন
চিরদিন অপার আনন্দে যাবে কাল,
না জানিবে পাপ তাপ বিপদ্ জঞ্জাল।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নক্স বলেন, সরলা কামিনী অতি দুর্লভ রত্ন। এরূপ কামিনী কন্যা হইলে পিতা ভাগ্যবান্, পত্নী হইলে স্বামী ভাগ্যবান্ এবং জননী হইলে সন্তানেরা ভাগ্যবান্। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হয়েন। যে রমণীরা এরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, কিন্তু কেবল মুখমণ্ডল সুন্দর ও বিচিত্র আড়ম্বর করিতে যত্নশীল, তাঁহারা ঔষধালয়ের রঙ্গিল বোতল বা দরজীর দোকানের সুসজ্জিত পুত্তলিকার ন্যায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন কিন্তু কোন কার্য্যকর হয়েন না। তাঁহারা আরও দুর্ভাগ্য! তাঁহারা বাল্যকালে রূপের জন্য সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং মনের উন্নতির জন্য তাঁহাদের চেষ্টা হয় না। বিবাহিতা হউন বা অবিবাহিতা থাকুন বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহারা প্রায় অলস ও বিলাসী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের দ্বারা না সন্তান পালন, না অন্য গৃহকার্য্য কিছুই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রায়ই স্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকেন। যুবিনাল নামে একজন নীতিজ্ঞ

খেদ করিয়াছেন যে 'আমাদের সুখই অসুখের কারণ হয়। কে না সন্তানগণকে রূপবান্ দেখিতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু সেই রূপ কত সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিনাশের কারণ হইয়াছে। তাহারা রূপহীন হইলে হয়ত উপকারী, নিরাপদ ও সুখী হইতে পারিত! অতএব ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি আর আর বিষয়ে আমাদের প্রতি দয়ালু কিন্তু এবিষয়ে নিষ্ঠুর হউন্।'

যাহা হউক সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সৌন্দর্য্য চারি অংশে বিভক্তঃ—বর্ণ, গঠন, ভাব ও ভঙ্গী। বর্ণের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ক্ষয়শীল, কিন্তু ইহাই নির্ব্বোধদিগের চক্ষু আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমিত রূপ হইলে গঠনের সৌন্দর্য্য হয়, ইহার মাধুর্য্য বুঝিতে একটু বিবেচনা আবশ্যক। বর্ণ ও গঠন সম্পূর্ণ না থাকিলেও ভাব ভঙ্গীদ্বারা অনেকে সুন্দর হইতে পারে। শরীরের ভাব মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমাদের এক একটী প্রবৃত্তি এক একটী ভাবের উৎস। কেবল মুখ ও চক্ষুতেই যে ভাব প্রকাশ হয় এরূপ নয়, অন্য অন্য অঙ্গদ্বারাও ইহার পরিচয় দেওয়া যায়। সৎপ্রবৃত্তি হইতে যে ভাবগুলি উত্থিত হয় তাহাই সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, অসৎপ্রবৃত্তি হইতে যে ভাব হয় তাহাতে শরীরকে আরও কুৎসিত করিয়া ফেলে। এই হেতু কথিত আছে যে সুশীলতা অতি সুন্দর মুখশ্রীকে আরও সুন্দর করে। পোপ বলেন ঃ—

প্রীতি আশা, আনন্দ সুখের সহচর;
হিংসা ভয় শোক হয় দুঃখের আকর।

বস্তুতঃ অন্তরে সদ্ভাব থাকিলে মুখমণ্ডল ও নয়ন যুগলে যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় তাহাতে দর্শকের চিত্ত মোহিত হইয়া যায়, আর মনে অসদ্ভাব থাকিলে আকার বিকৃত দেখায় তাহা সকলেরই ঘৃণাকর। অতএব ভাবের সৌন্দর্য্য উপার্জ্জন করা সকলেরই আয়ত্তাধীন।

ভঙ্গী দুই প্রকার গম্ভীর ও মধুর। মিল্‌টন মানব জাতির আদি পিতা মাতা আদম ও ইভের বর্ণনা স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ঃ—

অনুপম যুগল মুরতি
মরি কি সরল দীর্ঘাকৃতি,
যেন দেব অবতার, নাহি বেশ অলঙ্কার,
স্বভাব শোভায় বিশ্ব চমকে দম্পতি।
তাহাদের স্বর্গীয় বয়ান,
ত্রিদিবের দ্বার অনুমান,
জ্ঞান সত্য পবিত্রতা, সদা বিরাজিত তথা,
তাই সে নরের এত প্রভুত্ব সম্মান।
উভয়েরে ভিন্ন বলে গণি,
প্রকৃতিও বিভিন্ন তেমনি,
বিচার সাহসে নর, নারী হতে শ্রেষ্ঠতর,
কোমলতা মাধুরীতে প্রধানা রমণী।

করুণাময় পরমেশ্বর পদার্থ সকল অসংখ্য প্রকার করিয়া যেমন সৃষ্টির শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, সেইরূপ সৌন্দর্য্য অশেষবিধ করিয়াও কি আশ্চর্য্য অপার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন! সকল বস্তু সকলের চক্ষে সমান সুন্দর নয়। কেহ দীর্ঘ কেহ হ্রস্বাকার, কেহ শুক্ল কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কোমল কেহ উগ্র প্রকৃতি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন গুণকে সৌন্দর্য্যের আকর বোধ করে। দর্শনেন্দ্রিয় যেখানে শোভা দেখিতে না পায়, শ্রবণেন্দ্রিয় পাইয়া থাকে এবং স্বভাবতঃ যাহা কদাকার বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা তাহা প্রীতিকর হইয়া আইসে। এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে লোকের অসন্তোষের আর পরিসীমা থাকিত না। কেবল এক বস্তু সুন্দর হইলে সকলেই তাহা পাইবার নিমিত্ত লালায়িত হইত, তাহা হইলে পরস্পরের বিবাদের স্রোত কখন রুদ্ধ হইত না। বিশেষতঃ মানসিক গুণ সকল চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্যের নিদান করিয়া বিশ্বপতি ইহা সকলেরই আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে যে প্রেমের আকর ও সৌন্দর্য্যের সাগর হইয়া সাধুদিগের চিত্ত বিমোহিত করেন, তাহাই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া যত জানিতে পারিব, অন্যান্য পদার্থ বাস্তবিক কতদূর সুন্দর বা কুৎসিত ততই বুঝিতে পারিব।

পারস্যের প্রাচীন বিবরণ।

বর্ত্তমান কালের অনেক বিচক্ষণ ইতিহাস লেখক অনুমান করেন যে পারস্য দেশ মনুষ্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল। ইহার প্রাচীন নাম ইরান্, তদনুসারে তাঁহারা মনে করেন যে পারস্যের পশ্চিমদিকস্থ মিডিয়া দেশে আরীয় এবং পূর্ব্বদিকস্থ ভারতবর্ষে আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এই উভয় জাতি পারস্যের উপনিবেশী। যাহাহউক এদেশের লোকেরা যে অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা প্রথমতঃ গো মেষ প্রভৃতি চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। জেমসিদ্ নামে এক রাজা ইহাদিগকে কৃষি-কার্য্যের প্রথম শিক্ষা দেন, তাহাতে তাঁহার বংশ পুরুষাণুক্রমে রাজবংশ বলিয়া সম্মানিত হয়। ইহারা প্রথমে মিডিয় জাতির অধীনস্থ ছিল, পরে সাইরস্ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পারস্যের প্রথম রাজা হন। ইনি খৃষ্টের জন্মের ৫৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যে রাজ্য সংস্থাপন করেন, খৃষ্টের জন্মের ৩৩৬ পূর্ব্বে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাহা ধ্বংস করেন। পারস্যের রাজাদিগের নামঃ—সাইরস্, কাম্বাইসিস্, স্মার্ডিস, ডেরায়স্ হিষ্টা-স্পিস্, জরাক্সিস, আর্টাক্ জরাক্সিস্, ২য় জরাক্সিস, সগ্‌ডায়নস্, ডেরায়স্ নোথস, ২য় আর্টাক্ জরক্সিস্, ৩য় আর্টাক জরক্সিস্, আর্সিস, এবং ডেরায়স্ কডোমেনস্।

সাইরস্ অনেক জাতি জয় এবং প্রাচীন বাবিলন মহারাজ্য ধ্বংস করিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ মিসর এবং জামাতা ১ম ডেরায়স্ ইউরোপের কিঞ্চি-দংশ ইহাতে ভুক্ত করেন। এই শেষ রাজার সময়ে প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা পারস্য সংগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। এই উপলক্ষে মারেথন্, থার্ম্মপালি, সালামিস এবং প্লেটিয়া নামে কয়েকটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। গ্রীকদিগের আপনাদের মধ্যে যতদিন ঐক্য ছিল, ততদিন পারস্যেরা পরাজিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাদিগের মধ্যে পিল-পনিসস্ নামে ঘোর গৃহ-যুদ্ধ ঘটিলে পারস্যেরা তাহাদের পরস্পর দ্বারা পরস্পরের অনেক বিনাশ সাধন করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে পারস্যের

শেষ রাজা ডেরায়স্ ইসস্ ও আর্‌বেলা নামে দুই যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাস্ত হইয়া রাজ্য ও প্রাণ হারা হন।

মিডিয়ান্‌দিগের রাজত্বকালে মেজাই অর্থাৎ যাজকদিগের অসীম প্রভুত্ব ছিল এবং পারস্যেরা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বরের ভাব অস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত ছিল। মিডিয়ান্ দিগের রাজ্য ধ্বংস হইলে যাজকদিগের ক্ষমতারও হ্রাস হইল। পারস্যেরা প্রবল হইয়া যাজক জাতির বিষম বিদ্বেষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত কাল্‌ডীয় ও মিসরের ব্রাহ্মণজাতি তাহাদিগের শাসনে নিপীড়িত ও অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। প্রথম ডেরায়সের রাজত্বকালে জরোয়াষ্টার নামে এক ঋষি 'জেন্দাভেস্তা' নামে এক ধর্ম্ম-পুস্তক রচনা করেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার মতে 'পরমেশ্বর নিত্য কাল বিদ্যমান এবং আকাশ ও কালের ন্যায় অসীম। জগতে দুই দেবতা—হর্ম্মুজ যাবতীয় মঙ্গলের এবং আরিমান্ যাবতীয় অমঙ্গলের কর্ত্তা। হর্ম্মুজের অনুচরগণ সৃষ্টির রক্ষার জন্য সযত্ন, আরিমানের চরগণ তাহা ধ্বংস করিতে সচেষ্ট। ইহাদের অবিশ্রান্ত বিবাদে জগতে যত মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটিতেছে। কিন্তু হর্ম্মুজ অনন্ত বলিয়া অবশেষে মঙ্গলের জয় হইবে। আলোক মঙ্গলের এবং অন্ধকার অমঙ্গলের দেবতার প্রতি মূর্ত্তি।' পরমেশ্বর না কি জরোয়াষ্টারকে বলিয়াছিলেন "যাহা কিছু উজ্জ্বল তাহার মধ্যে আমার জ্যোতি প্রচ্ছন্ন।" এই জন্য তাঁহার শিষ্যগণ যখন মন্দির মধ্যে পূজা করেন তখন বেদীর জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন বাহিরে পূজা করেন সূর্য্য মণ্ডল দর্শন করেন। তাহাদের মতে অগ্নি এবং সূর্য্যই দিব্য আলোক এবং পরমেশ্বর ইহাদের মধ্য দিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চিরকাল সৃষ্টি কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন। বোম্বাই নগরের পারসীদিগের মধ্যে এইরূপ পৌত্তলিক পূজা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, ইহারা প্রাচীন পারস্য বংশীয়।

প্রাচীন পারস্যেরা হিন্দুদিগের মত চারি জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। ১ম, আম্রজবান। ইহাঁরা যাজক জাতি, কেবল ধর্ম্মকার্য্যে সময় ক্ষেপ ও

পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। ২য়, নিশারী অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যবসায়ী। ৩য়, কৃষক। ৪র্থ, আয়েনসাহী অর্থাৎ শিল্পকার ও শ্রমজীবী।

জরোয়াষ্টার যাজক সম্প্রদায় সংশোধন করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন, কিন্তু প্রকাশ্য পূজাদিতে মেজাই ভিন্ন অন্য কেহ অগ্রসর হইত না। যাজকদিগের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। রাজসভা যাজক এবং দৈবজ্ঞ দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। রাজনিয়ম সকল ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়াতে পুরোহিতদিগের দেওয়ানী বিচারে অধিকার ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ঠিক্ প্রাচীন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত। এই জন্য মিডিয় ও পারস্য ব্যবস্থা সকল কঠোর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সামান্য প্রজার ন্যায় রাজাও জাতীয় নিয়মের অধীন ছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। ছত্রপতি বা প্রদেশের শাসন কর্ত্তারাও স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে অসীম আধিপত্য করিতেন। বর্ত্তমানকালে পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের সভা যেরূপ, তাহাদিগেরও সেইরূপ ছিল। রাজার অগণ্য স্ত্রী এবং এক দল ক্লীব দাস থাকিত। বল দ্বারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে হইত এবং বিমাতাগণ আপনাপন সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে গুপ্ত হত্যা বা বিষপান দ্বারা সংহার করিত। রাজা এবং ছত্রপতিদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য পারস্য প্রজাদিগকে এত কর দিতে হইত, যে আসিয়ার মধ্যে তাহাদিগের তুল্য দরিদ্র কৃষক আর দেখা যাইত না। রাজার অধীনে অপরিমেয় সৈন্য ছিল, তদ্ভিন্ন দেশের চতুর্দ্দিকস্থ লুণ্ঠনকারী জাতিদিগকে অর্থ দিতে হইত এবং আবশ্যক হইবা মাত্র প্রত্যেক প্রদেশের সক্ষম প্রজাগণকে অস্ত্র ধারণ করিয়া সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে হইত, ইহাতেও দেশের সামান্য পীড়ন হইত না। ইহাদ্বারা পারস্যেরা অনেক দেশ শীঘ্র শীঘ্র জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্য অধিক কাল রক্ষা করিতে পারে নাই। সৈন্যেরা বেতন বা লুঠের লোভেই যুদ্ধ করিত এবং সেনাপতির প্রতি অনুরাগ ভিন্ন তাহাদের আর কোন সাধারণ বন্ধন ছিল না। সুতরাং তাহারা যত অধিক সংখ্যক হউক না কেন, সেনাপতির পলায়ন দেখিলেই ভঙ্গ দিত এবং দেশ রক্ষা করিতে পারিত না। যেথানে রাজা একাধিপতি, সেখানে সৈন্যগণ একদল

দাসের ন্যায়, রাজকর অতি পীড়নকর এবং প্রজাদিগের স্বত্ব অগ্রাহ্য। পারসাদিগের মধ্যেও না স্বদেশহিতৈষিতা, না জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াস ছিল; কোন আক্রমণকারী যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিলে আর তাহার শত্রু ভয় থাকিত না। রাজশাসন পরিবর্ত্তনে সাধারণ লোকের কষ্টের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না, সুতরাং যখন যে রাজা হউক তাহারা কোন আপত্তি করিত না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দয়া।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কৌমারাবস্থায় লণ্ডনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত তথাকার নানাবিধ সুরম্য আপণ শ্রেণী ও বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তন্নিমিত্ত রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে সহচর, রক্ষক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে না লইয়া শুদ্ধ একখানি শকটারোহণ পূর্ব্বক সামান্য বেশে ও ছদ্মভাবে সহরের ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি এক জন মণিকারের দোকানে নানাবিধ সুসজ্জিত সুন্দর বস্তু অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে একটী তরুণ বয়স্ক রমণী সহসা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। ঐ ভদ্রবালাটী একছড়া সোণার হার লইবার জন্য নানাবিধ হার দেখিতে ছিলেন। তথায় এমনই সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন প্রকার হার সকল ছিল যে যাহা তিনি দেখেন তাহাই তাঁহার লইবার ইচ্ছা হয়। অবশেষে এক ছড়া হারের কারিকরী ও সৌন্দর্য্যে তিনি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহা লইবার মানসে মণিকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কিছু সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না? মণিকার বলিলেন ইহা অল্প মূল্যের বস্তু নয়, ইহার মূল্য অধিক। রমণী উত্তর শুনিয়া যেরূপ মুখের ভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে উহা লইবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার নাই। তজ্জন্য দুঃখের সহিত মনোনীত দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গতি মত একছড়া অল্প মূল্যের হার ক্রয় করিলেন এবং তাহা তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিতে মণিকারকে বলিয়া গেলেন।

রাজকুমারী অবলাটীর মনের ভাব এবং কার্য্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মণিকারকে কহিলেন তুমি ঐ রমণীর বাটীতে যে হার পাঠাইয়া দিতেছ তাহার সঙ্গে অধিক মূল্যের হার ছড়াও এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়া দেও যে আপনি যৌবনাবস্থার স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বশতঃ এই বহুমূল্য সুন্দর হার লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু সদ্বুদ্ধির আদেশে প্রবল ইচ্ছাকে দমন করত যথা কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইহা দেখিয়া আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এবং আপনার সদ্গুণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পুরস্কার স্বরূপ এই হার আপনাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রবল আশা যে আপনি যৌবন সুলভ চঞ্চল প্রবৃত্তির উপর চিরদিন এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসন রক্ষা করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারিণী হইবেন।

অদ্ভুত দেশাচার।

(৫ম ভাগ ২০১ পৃষ্ঠার পর)।

২। হাই তুলিলে তুড়ি দেয় কেন? আমরা কোন পল্লীগ্রামস্থ জমীদারের কাছারীতে এক দিন গিয়া দেখি, জমীদার এক এক বার হাই তুলিতেছিলেন, আর চারিদিক তুড়িধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সভাস্থ লোকদিগের তোষামোদ দৃষ্টে মনে মনে কতই হাস্য করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলাম, এই সর্ব্বসাধারণ ব্যবহারের কি কোন মৌলিক কারণ নাই। অনেকক্ষন পরে সহসা সৌভাগ্য ক্রমে কোন চিকিৎসক বন্ধুর কথা মনে উদয় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন জনৈক বৃদ্ধ একদা হাই তুলিতে গিয়া তাহার কসের প্রান্তভাগস্থ অস্থি এরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি আর মুখবন্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। চিকিৎসালয়ে আনীত হইলে, একবার শুদ্ধ যন্ত্রের আঘাতে অস্থি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে বৃদ্ধ অনায়াসে মুখবন্ধ করিয়া সচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই আখ্যায়িকাটী স্মরণ হইবা মাত্র তুড়ির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে প্রবৃত্ত

হইলাম। তখন ইহার অর্থ ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম এই তুড়িধ্বনি কেমন ভাব পূর্ণ সঙ্কেত। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা স্মরণ করাইয়া দেয়। হাই তোলা সহজ ক্রিয়া। যখন আমরা অন্যমনস্ক ও অলস হই; প্রায় তখনই ইহা উত্থিত হয়। উত্থিত হইলে ইহার বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না। হাই ফেলিবার সময় প্রায় আমরা মুখব্যাদন বক্র করিয়া লই। ইহাতে মুখের পার্শ্বাস্থি স্থানান্তরিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে আমরা অধিক বিকৃত না করিয়া সমান ভাবে মুখবন্ধ করি, এ প্রকার সতর্ক হওয়া ভাল। এজন্য উপস্থিত ব্যক্তিরা তুড়িধ্বনি করিয়া উঠে। যদি এই সম্ভব কারণ সত্য হয়, ইহা অকারণ নহে এবং ইহার জন্য পূর্ব্বকালীন বিজ্ঞজনগণের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

৩। শৈশবাবস্থায় একদা আমাদিগের বৃদ্ধা পিতামহী রাত্রিকালে সিস দিতে নিবারণ করেন। শুনিয়াছিলাম, রজনীতে সিস দিলে অমঙ্গল হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আবার শুনিলাম, রাত্রিকালে বংশীধ্বনি শুনিলে, এক পুত্র যুক্তা জননীর অন্ন গ্রহণ হয় না। অনুমান হয়, পল্লীগ্রামে আমরা যে প্রকার জঙ্গলের মধ্যে থাকি, তাহাতে আমাদিগের আবাস গৃহের সন্নিকটে সর্প থাকিবার অসম্ভাবনা নাই। সর্পেরা প্রায় সিস এবং বংশীধ্বনিতে উৎফুল্ল হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়। এইরূপ বিপদাশঙ্কায়, বোধ হয়, রজনীতে বংশী ও সিসধ্বনি নিষিদ্ধ আছে।* নিরাহারে থাকিলে জননীর সমস্ত রাত্রি ক্ষুধার জ্বালায় জাগরিতা থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহার অঙ্কস্থিত শিশুসন্তান উত্তম রূপ রক্ষিত হইতে পারে।

---

* বংশীধ্বনি বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে নবদ্বীপের মহাত্মা চৈতন্য শচী মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করাতে তাঁহার জননী সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন। একরাত্রে শচী অত্যন্ত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চৈতন্য বাহিরে তাঁহার কোন সঙ্গীর বংশীধ্বনি শুনিয়া এই সুযোগে গৃহ পরিত্যাগ করেন। শচী বংশীধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হইয়া আর পুত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না। এই নিমিত্ত এক পুত্রবতী নারী বংশীধ্বনি শুনিলে পাছে শচীর ন্যায় অবস্থা হয়, এই ভয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন।

Imp 3853 dt-26/8/09

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মাতা। সুশীলে ও সত্য! অনেক দিন অবকাশ ছিল না বলিয়া তোমাদিগকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কথা বলিতে পারি নাই, আজি যদি তোমাদের কিছু জানিবার থাকে বল?

সত্য। মা! তুমি বলিয়াছিলে জড় পদার্থের আকর্ষণ গুণ অনেক প্রকার। আমরা মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণের কথা শুনিয়াছি। আর কি আকর্ষণ আছে বল?

মা। আজি তোমাদিগকে কৈশিক আকর্ষণের কথা বলিব। ইহাও এক প্রকার যোগাকর্ষণ অর্থাৎ পরমাণু পরমাণুতে যোগ হইয়া আকর্ষণ হয়। তবে প্রভেদ এই যে ঘন পরমাণু জলীয় পরমাণু আকর্ষণ করে।

সু। মা! ঘন পরামাণু আর জলীয় পরমাণু কি?

মা। তোমরা জান পদার্থ সকল তিন অবস্থায় থাকিতে পারে, ঘন, জলীয় বা দ্রব এবং বায়বীয়। দেখ, জল স্বভাবতঃ জলীয় দ্রবা ব অবস্থায় থাকে, ইহা বরফ হইলে ঘন এবং বাষ্প হইলে বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক খণ্ড স্বর্ণ ঘন অবস্থায় থাকে, তাহা আগুণে গলাইলে দ্রব হয় এবং খুব উত্তাপ দিলে ধোঁয়া হইয়া বায়বীয় আকারে উড়িয়া যায়। যোগাকর্ষণের আধিক্য বা অল্পতা প্রযুক্ত পদার্থের এই তিন প্রকার অবস্থা হয়। কৈশিক আকর্ষণে দ্রব পদার্থ ঘন পদার্থের যোগে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জলে হাত দিলে খানিকটা জল হাতে লাগিয়া থাকে। ঘন বস্তু যে দ্রব বস্তুকে আকর্ষণ করে ইহার দৃষ্টান্ত কি দেখ নাই?

সু। আচ্ছা, জলেত কাপড়, কাগজ, কাঠ ভিজিয়া যায়?

মা। ঠিক্ কথা। কিন্তু কৈশিক আকর্ষণের একটী নিয়ম ঘন বস্তু দ্রব বস্তুকে আকর্ষণ করে, ইহার আর একটী প্রধান নিয়ম জান? তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে।

সত্য। কৈশিক শব্দ কি কেশ অর্থাৎ চুল হইতে হইয়াছে?

মা। ঠিক্ বলেছ। কেশ অর্থাৎ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা এই আকর্ষণের কার্য্য হয়, এই জন্য ইহাকে কৈশিক আকর্ষণ বলে? তোমাদিগকে একটা সামান্য কথা

RA... BOOK

জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি গেলাস্ কি প্রদীপ কি জন্য জ্বলে?

সু। গেলাস্ ও প্রদীপে তেল দেয়, পলিতা-দেয় এবং আলো দিয়া জ্বালাইয়া দিলেই জ্বলিতে থাকে।

স। আমার বোধ হয় ইহার ভিতর কিছু কৌশল আছে, আলো বুঝি তেল টানিয়া লইয়া জ্বলিতে থাকে এবং তেল ফুরাইলেই নিবিয়া যায়।

মা। এখানে কৈশিক আকর্ষণের একটী দৃষ্টান্ত দেখ। তৈলের সহিত পলিতা সংযুক্ত থাকে এবং পলিতার মধ্যে সরু ছিদ্র থাকে, তাহাতে তেল টানিয়া পলিতার মুখের কাছে দেয়, আলো এক জায়গায় থাকিয়া যত তেল পায় তাহা গ্রাস করিয়া জ্বলিতে থাকে। যতক্ষণ তেল থাকে কৈশিক আকর্ষণে তাহা উঠিতে থাকে, তেল ফুরাইলেই আলো নিবিয়া যায়।

সত্য। আমি বুঝিয়াছি, আলো না থাকিলেও কৈশিক আকর্ষণে তেল উঠিতে পারে। সে দিন মা আমি পড়িবার জন্য তোমার নিকট হইতে এক প্রদীপ তেল লইয়া রাখিয়াছিলাম, কেবল তাহার মুখ হইতে একটী সলিতা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কি এক এক ফোঁটা করিয়া সমুদায় তেল নীচে পড়িয়া যাইবে? একটু তেল প্রদীপে দেখিলাম না!

সু। এক দিন মা আমি নেকড়া বাঁধিয়া খানিকটা মিছরি ভিজাইয়া ছিলাম। নেকড়াটা কিছু বড় হইয়া বাটীর বাহিরে ঝুলিয়াছিল। তাহাতে অর্দ্ধেক মিছরির জল পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিতে না পাইলে সব পড়িয়া যাইত।

মা। তোমরা যাহা দেখিয়াছ তাহাতে আকর্ষণে পলিতা বা নেকড়ার সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা তেল ও জল টানিয়া লইয়াছে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহা নীচে পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ কৈশিক আকর্ষণে আমাদের লোম কূপ দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা শরীরের নানাস্থানে রক্ত সঞ্চারিত হয়; বৃক্ষদিগের রস-প্রণালী মধ্য দিয়া রস সর্ব্বদা গমনাগমন করিতে থাকে। এই আকর্ষণের একটী ত্রুটী হইলে মহা অনিষ্ট ঘটনা হয়।

সু। আমরা শুনিয়াছিলাম, 'নিম্ন দিকেই জল যায়' কিন্তু কৈশিক আকর্ষণে জলত সকল দিকেই যাইতে পারে। এ বড় আশ্চর্য্য!

মা। তোমরা জান না, কৈশিক

আকর্ষণের কৌশলে পাহাড় সকল ফাটাইয়া ফেলা যায়। যাহারা পাথর কাটে, তাহারা পাহাড়ের পাশে একটু একটু কাটিয়া গোঁজা পুতিয়া রাখে রাত্রিকালে সেই গোঁজা সকল শিশির আকর্ষণ করিয়া এত ফুলিয়া উঠে যে তাহা দ্বারা বড় বড় পাথরের খণ্ড আপনাপনি ফাটিয়া থাকে।

সত্য। কৈশিক আকর্ষণের আর কিছু কারণ আছে?

মা। ইহার প্রকৃত কারণ ভাল করিয়া বুঝা তোমাদের পক্ষে সহজ নয়, তথাপি আমি মোটামুটি কতকটা বলিব। এক ফোঁটা জল কাচের উপরে রাখিলে তাহা কাচদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অর্দ্ধ গোলাকার হয়, কিন্তু এক ফোঁটা পারদ সম্পূর্ণ গোলাকার হয় এবং সহজে গড়াইতে থাকে। ইহার কারণ এই, জলের পরমাণু সকলের পরস্পারের সহিত যত আকর্ষণ তাহার অপেক্ষা কাচের সহিত অধিক; এই জন্য তাহারা পরস্পরের আকর্ষণ ছাড়াইয়াও কাচের সহিত সংলগ্ন হয়। কিন্তু পারদের পরমাণু সকলের পরস্পরের সহিত যত আকর্ষণ, কাচের সহিত তত নয় এই জন্য কাচের সহিত মিলিত হয় না। এক পাত্র জলে আর এক পাত্র পারদে যদি এক একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট কাচের নলের মুখ ডুবান যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য দেখা যায়। জলের পাত্রে নলের ভিতরের জল বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ দেখা যায় এবং কি ভিতর কি বাহির উভয় দিকেরই জল সরার ভিতর পিঠের ন্যায় খালা হইয়া থাকে। কিন্তু পারদের পাত্রে নলের ভিতরের পারদ বাহিরের পারদ অপেক্ষা নীচু হইয়া পড়ে এবং কি ভিতর কি বাহির নলের উভয় দিকের পারদের উপরিভাগ সরার বাহির পিঠের ন্যায় উচুঁ হইয়া থাকে।

সত্য। এরূপ হইবার কারণ কি?

মা। ইহার কারণ এই, কাচের ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকাতে এবং কাচের সহিত জলের অধিক আকর্ষণ বলিয়া কাচের ভিতরে জল আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। পলিতার মধ্য দিয়া যে তৈল উঠে তাহাও ঠিক্ এইরূপে। কাচ সংলগ্ন জল অধিক আকৃষ্ট হয় এই জন্য তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী জল নীচু হইয়া থাকে। জল দুই প্রকারে উঠে, এক কাচের সহিত যাহা সংলগ্ন থাকে তাহা কাচের আকর্ষণে।

দ্বিতীয়, মধ্যের জল পার্শ্বের জলের আকর্ষণে। নলের মধ্যে জলস্তম্ভ যেমন উচ্চ হয়; তাহার ভারত্ব রক্ষার জন্য বাহিরের জল কমিয়া তেমনি ভিতরে আসিতে থাকে। পারদের পরমাণু সকল কাচ অপেক্ষা নিজের নিজের সহিত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে ইহার বিপরীত ঘটনা হয়। তোমরা স্বচক্ষে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঠিক্ বুঝিতে পার।

সু। জলে আর পারাতে এমন উলটা কার্য্য করে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

মা। কৈশিক আকর্ষণ সম্বন্ধে গুটিকত নিয়ম তোমাদিগকে বলিতেছি মনে রাখিও।

(১) শুষ্ক কাচের একধার জলে ডুবাইয়া অমনি তুলিয়া লইলে তাহাতে যতটুকু জল লাগিয়া থাকে, কাচ ততটুকু জল আকর্ষণ করে। সকল পদার্থের বিষয়েই এইরূপ। শুষ্ক বস্তু অপেক্ষা ভিজা বস্তুতে কৈশিক আকর্ষণ কম হয়।

(২) ছিদ্র যত সূক্ষ্ম হয় আকর্ষণের পরিমাণ ততই বাড়ে।

(৩) নলের নিম্নের ছিদ্র বৃহৎ এবং উপরের ছিদ্র ক্ষুদ্র হইলে উপরের ছিদ্র অনুসারে আকর্ষণ হয়।

(৪) একটা নলের ভিতর আর একটা নল বসাইলে দুই নলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে জল সমান উঠিবে।

(৫) একপাত্র জলে দুইখান কাচ পাশাপাশি ঘেঁশিয়া রাখিলে তাহার মধ্যেও নলের ন্যায় জল উঠিবে।

(৬) দুইখান কাচ ঘেঁশাঘেঁশি বক্র করিয়া রাখিলে জলও বক্র হইয়া উঠিবে।

বঙ্গদেশীয় বাত্যা।

বঙ্গদেশে বাত্যা-সম্বন্ধীয় এই কয়েকটী নিয়ম সচরাচর দেখা যায়।

১। পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিলে, সে বায়ু অত্যন্ত সজল ও অনিষ্টকর হয়। এই বাতাস অধিকক্ষন গায় লাগাইলে ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বলেরা প্রায়ই দেহ ভার বোধ করে। ইহার সহিত এক প্রকার পাতলা, ছিন্ন ছিন্ন, ও বর্ষণী মেঘ কিয়ংকাল ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে উড়িয়া আইসে। এই মেঘ ভূতলের অত্যল্প উপর দিয়া চলিয়া যায়। বাতাস যদি অল্পক্ষণেই থামিয়া যায়, তাহা হইলে বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে না। কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যে সকল মেঘ পাতলা, ও খণ্ড খণ্ড হইয়া আসিতে ছিল, তদ্রূপ একটী

বৃহৎকায় বর্ষণী মেঘ আসিয়া ক্রমশঃ গগন দেশ আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলে। পরে বাদলা আরম্ভ হয়। এই বাতাসের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতা অনুসারে এই বাদলারও স্থায়িত্ব এবং প্রবলতা হয়। ইহা বহুস্থান ব্যাপিয়া ঘটিয়া থাকে। একবার মেঘাবলীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইলে, বাতাস ধরিয়া গেলেও যতক্ষণ না সমুদায় মেঘ বর্ষণ হইয়া যায়, ততক্ষণ বাদলা ছাড়ে না। আমাদিগের অনুমান হয়, এই বাতাস ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবসায়-বাত্যা হইতে উৎপন্ন হয়। যে সময়ে ঐ স্থায়ীবাত্যার কিছু প্রবলতা হয়, তখন তাহার বেগ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভূত বাষ্পরাশি ইহার সজলতার কারণ। এই মেঘপুঞ্জ হইতে অধিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। যে যে দেশ দিয়া এই বাত্যা বহিয়া যায় সেই সেই দেশে বাদলা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই বাত্যা একেবারে বহুস্থান ব্যাপিয়া যাইবে এইরূপই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

(খ) উত্তর দিকে নীলবর্ণের ঘন মেঘ যদি গোড়া বান্ধিয়া উঠে, তাহা হইলে প্রায় নিশ্চয়ই একটি ক্ষুদ্র ঝড়ের সম্ভাবনা জানিতে পারা যায়। ঝড়ের পরে এক পশলা ভারি বৃষ্টিও হইতে পারে। পশ্চিম দিকে এরূপ হইলেও ঝড় এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা জানা যায়।

গ্রীষ্মকালের প্রথমে অপরাহ্ণ সময়ে প্রায় এরূপ ঘটিয়া থাকে। এজন্য অনুমান হয়, ঐ কালের স্থলীয় অনিলের সহিত এই ঘটনাদ্বয়ের কিছু সম্বন্ধ আছে। আমাদিগের উত্তর দিকে হিমাচল ও পার্ব্বত্যদেশ এবং পশ্চিমে ভারতবর্ষের উচ্চতর মহাবিস্তার। দিবাভাগে এই সমস্ত দেশ উত্তপ্ত হইলে মেঘপুঞ্জ তথাকার স্থলীয় অনিল দ্বারা চালিত হইয়া বঙ্গদেশের নিম্নতলাভিমুখে আসিতে থাকে। নিম্নগামী হইয়া এখানে ঝড় উৎপন্ন করে। উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্নগামী হইলে, পার্থিব আকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে বাতাসের বেগ বৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা।

(গ) দক্ষিণ দিকে মেঘ হইলে প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতীয় সাগরানিলের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, বোধ হয়। এই সকল মেঘপুঞ্জও ভারতসাগরীয় মেঘ বলিয়া অনুমান হইতে পারে।

(ঘ) কিন্তু যে জন্য ভারতবর্ষে বর্ষা ঋতুর উৎপত্তি হয়, তাহা আলোচনা করিতে গেলে অস্মদ্দেশীয় সাময়িক বাত্যার বিশেষ উপকার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই বাত্যা যখন দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভার

সাগরীয় বিপুল মেঘমালা সমুদায় ইহারই দ্বারা প্রতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষোপরি আনীত হইয়া থাকে। উত্তরাঞ্চলে এই মেঘমালা ভীষণ ও উত্তুঙ্গ প্রাচীরের ন্যায় হিমাচলকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং বাত্যা সহকারে বরাবর উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যায়। স্থানীয় প্রতিবন্ধক পাইলে অমনি ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিমঅঞ্চলীয় পার্ব্বত্য দেশসমূহে অগ্রে বর্ষা উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশ অত্যন্ত নিম্নভূমি এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় স্থিত এজন্য এখানে গ্রীষ্মকালের সর্ব্বশেষে বর্ষাঋতুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যে সকল মেঘপুঞ্জ উত্তরপশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাই এখানে বর্ষিত হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১ম। বোধ করি আমাদিগের পাঠিকাগণ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন রাজকুমার আলফ্রেড ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বোম্বায়ের বিদ্যালয়, দাতব্যালয় প্রভৃতি সাধারণ হিতকর স্থান সকল দর্শন করিয়াছিলেন। যখন তিনি আলেকজানডার বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে যান তখন এইরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল। দুইটী পারসি মহিলা একজন একখান বারাণসী কিনখাপের ওড়না ও একজন এক ছড়া ফুলের মালা হস্তে লইয়া রাজকুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। প্রথমে ওড়না তৎপরে মালা তাঁহার গলায় উক্ত মহিলাদ্বয় পর পর প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় রমণীটী মালা দিয়া দুই হস্তের অঙ্গুলী একত্র করতঃ যেরূপে জামাইকে বরণ করে সেইরূপে বরণ করিয়া রাজকুমারের মঙ্গলাচরণ করিলেন। রাজকুমার প্রথমতঃ এই কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন পরে মহিলার মঙ্গল উদ্দেশ্য শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

২য়। আমাদিগের একজন পাঠিকার কটকস্থিত ভ্রাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের একটী সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

“এখানে অদ্যাপি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। কেবল সাহেবদের জন্য একটী খৃষ্টান বামাবিদ্যালয় আছে। পাদ্রি বকলী

সাহেবেরও তদীয় সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক যত্নে পাঁচশত অনাথ রমণী বিদ্যারসের আস্বাদ পাইতেছে। তাহাদের হস্তপ্রস্তুত মোজা ও কার্পেট জুতা, ফুল প্রভৃতি দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে ও মিস্ কার্পেণ্টরের রেডলজ সংস্কারক বিদ্যালয়ের বিষয় স্মরণ হয়। উক্ত সাহেব ও বিবি অনাথ বালিকাগণকে সন্তানবৎ ভালবাসেন। এমন কি কেহ পীড়িত হইলে স্বহস্তে গু ফেলিয়া থাকেন এমন শুনিয়াছি।"

৩য়। ঢাকা প্রকাশ পাঠে জানা গেল, সিন্ধু নদের কোন শুষ্ক স্থানে মৃত্তিকার নীচে প্রায় সাড়ে আট শ বৎসরের একটী পুরাতন নগর বাহির হইয়াছে। উহার নাম ব্রাহ্মণাবাস।

৪র্থ। বিলাতের একখান কাগজে লিখিত হইয়াছে কোন অন্ধ বৃদ্ধা তাহার একটী কুকুরের শিকল ধরিয়া কন্যার বাটীতে যাইতেছিল। কুকুর আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইত। হঠাৎ বৃদ্ধার হাত হইতে শিকল পড়িয়া যায়। পরে বৃদ্ধা অনুমানে অনুমানে যাইতে যাইতে এক নালায় পড়িয়া গেল। কুকুর তাঁহার কন্যার বাটীতে যাইয়া নানা প্রকার আকার ইঙ্গিতে বৃদ্ধার জামাতাকে সেই স্থানে আনিল। পরে তিনি বৃদ্ধাকে উত্তোলন করিলেন।

৫ম। ১লা এপ্রেলে অর্থাৎ ১৯শে চৈত্র জব্বলপুর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত আরোহী গমনাগমনের রেলওয়ে খুলিয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে তিন দিনে বরাবর বোম্বাই যাইবার সুবিধা হইল। বিলাত গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সুয়েজ খালের সহিত ভুমধ্য সাগরের যোগ হওয়ায় জাহাজের ভাড়া অর্দ্ধেক কমিয়াছে, তাহাতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল খোলায় আরো অধিক সুবিধা হইল।

৬ষ্ঠ। অবলাবান্ধব পত্রে শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর দানের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের সাহায্যার্থে ৫০ টাকা ও যাওয়া আসার পাথেয় বলিয়া ২৫৲ টাকা সমুদয়ে ৭৫৲ টাকা তিনি পুনরায় দান করিয়াছেন। রাণী অনেক প্রকার হিতকর কার্য্যে অনেক দান করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণার্থ বামাকুলের স্থায়ী হিতকর কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করেন, আমাদিগের একান্ত বাসনা

৭ম। আমাদিগের উড়িষ্যাস্থ কোন ভ্রাতার পত্র হইতে এই সংবাদটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"এখানকার ও ভারসিয়ার বাবু নিম্ন লিখিত ঔষধে ও প্রণালীতে অনেক রাত্তিকাণা ভাল করিয়াছেন। রোগীর চক্ষুদ্বয়ে সন্ধ্যার পর পানের রস২।১ ফোঁটা দিলে চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকিবে। ২।৩ মিনিট পরে চক্ষে জলের আছড়া দিলে রোগী পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইবে। রোগ আরামযোগ্য হইলে তৎক্ষণাৎ আরাম হইবে। এই ঔষধে আমি ৪।৫ টী রোগী আরাম করিয়াছি ও করিতে দেখিয়াছি। ওভারসিয়ার বাবুর মুখে শুনিলাম যে, তিনি তাম্বুল রস দ্বারা অত্রত্য ৫০০।৬০০ রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।"

আমাদিগের পাঠিকাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে এত অধিক সংখ্যক রাত্তিকাণা পাওয়া কি প্রকারে সম্ভব। কিন্তু আমরা শুনিলাম যে উড়িষ্যাবাসী দিগের মধ্যে অনেক রাত্তিকাণা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ স্থানে এই ঔষধের পরীক্ষাও হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন
সেই দিকে করি বিলোকন
অপার বিভু মহিমা
মিলে না যাহার সীমা
সকলই কৌশলে রচন।

প্রভাতের তরুণ তপন
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন
পাখীর ললিত গীত
সকলেই প্রফুল্লিত
মনুজের হরষিত মন।

নানাবিধ কুসুম নিচয়
সারি সারি ফুটে সমুদায়
সুমধুর মনোহর
শোভয়ে ধরণীপর
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।

শস্য পূর্ণ হরিত প্রান্তর
বীচি যেন ধরণী উপর
মনোহর সুরঞ্জিত
থাকয়ে হয়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তি কর।

সুষমা পূরিত উপবন
তাহে করে বিহগ কূজন
লতা পাতা বিমণ্ডিত
তরু রাজি সুশোভিত
সকলই হরে লয় মন।

নিরমল সুনীল আকাশে
আহা! যবে চন্দ্রমা প্রকাশে
দশদিক আলোময়
নিশীথে দিবসোদয়
হাসি মুখে কুমুদ বিকাশে।

নিবিড় নীরদ দল মাঝে
ক্ষণ প্রভা কি সুন্দর সাজে,
চমকিয়া ত্রিভুবন
সচকিত করে মন
ক্ষণে ক্ষণে অম্বরে বিরাজে।

কাদম্বিনী হেরিলে অম্বরে
শিখীকুল পুলকের ভরে
স্বীয় পুচ্ছ বিস্তারিয়ে
শিখিনীরে সঙ্গে নিয়ে
কিবা নৃত্য আরম্ভন করে।

প্রকাণ্ড ভূধর শ্রেণীচয়
যেন কারো নাহি করে ভয়
উন্নত করিয়া শির
দৃঢ় কায় মহাবীর
কিছুতেই কাঁপে না হৃদয়।

সেই সব ভূধরের গায়
আহা কি সুন্দর শোভা পায়
সুশোভিত মনোহর
বিবিধ তরু নিকর
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়।

নির্ঝরের সুশীতল জল
কিবা স্বচ্ছ কিবা নিরমল!
গিরিবর শির হতে
সুগম্ভীর নিনাদেতে
পড়ে আসি অচলের তল।

চারিদিকে সুবিশাল গিরি
দাঁড়াইয়ে শোভে সারি সারি
তার মাঝে সুললিত
উপত্যকা সুশোভিত
কি সুন্দর আহা মরি মরি।

এই সব অপূর্ব্ব রচন
দিবানিশি করিছে ঘোষণ
মহত বিভু মহিমা
অচিন্তন অনুপমা
গাও সবে আনন্দিত মন।

কুমারী রাধারাণী
লাহিড়ী।
কলিকাতা।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮২সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠভাগ।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্ম-শিক্ষার আবশ্যকতা।

বিদ্যাশিক্ষা কিসের নিমিত্ত? না মনুষ্য জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সকল সাধন করিবে। সকলেই জানে একটী গর্দ্দভ কি বলদের পৃষ্ঠে এক বোঝা পুস্তক চাপাইলে কিছু ফল দর্শে না, মনুষ্যও কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিলেই তাঁহার মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। প্রত্যুত, বিদ্যাদ্বারা কেবল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইলে হিত না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া থাকে। বিদ্যা ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র পদার্থ, বিদ্যাবান্ হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ইহা অনেকে বুঝিয়াছেন। এখন আমাদিগের দেশে কত বিদ্যালয় হইয়াছে এবং বৎসর বৎসর কত পরিমাণে বিদ্বানের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কত অল্প! বিদ্বান্-অভিমানীদিগের মধ্যে নাস্তিকতা, সাংসারিতা, মাদক সেবন ও চরিত্র দোষ এত প্রবেশ করিতেছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিদ্যাকে ধিক্কার দিয়া দেশান্তরিত করিতে কত দেশহিতৈষী ব্যক্তির ইচ্ছা হয়! বালকদিগের ধর্ম্মহীন বিদ্যাশিক্ষাই এই দারুণ দুর্ভাগ্যের মূল। বিবেচক ব্যক্তিগণ এক্ষণে বুঝিতে

পারিতেছেন যে যতদিন বিদ্যালয়সকলে বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার যোগ না হইবে ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইবে না।

এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এ দেশের প্রাচীনলোকেরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আপত্তি করেন তাহার প্রধান কারণ এই, তাহাদিগের চরিত্র মন্দ হইয়া যাইবে। অনেক বিদ্বান্ পুরুষের আচরণ দেখিয়া তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আরও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যেমন বরফের উপর এক বিন্দু মলা পড়িলে অধিক কুৎসিত দেখায়, কমনীয় নারী-চরিত্রে একবিন্দু দোষও সেইরূপ চক্ষুশূল হয়। এই জন্য যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন অথবা যে সকল অঙ্গনা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ যত্নবতী হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চরিত্র পবিত্র হয় তাহার উপায় করেন। ধর্ম্ম-শিক্ষার সহিত যোগ রক্ষা করাই ইহার একমাত্র উপায়। পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে এ প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্বাবধি হয় নাই এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে হওয়াও সুকঠিন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের এই শিক্ষার প্রারম্ভকাল হইতে সুব্যবস্থা হইলে তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে। আর তাহাদিগকে অর্থকরী বিদ্যার জন্য ভাবিতে হইতেছে না, অতএব চরিত্র বিশুদ্ধকরী বিদ্যার অনুশীলন করা বিধেয়।

আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দেশের অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিণী, এই জন্য তাঁহারা নিতান্ত হীনাবস্থায় থাকিয়াও স্ব স্ব গৃহকে সুখধাম করিতেছেন। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে পুরুষেরা নিজে যত কেন দুশ্চরিত্র হউন না, তথাপি তাঁহাদিগের স্ত্রী, কন্যা ও মাতা প্রভৃতিকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে চান এবং তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি কোন দোষস্পর্শ হইলে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন। অতএব এখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা নারীগণের কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা এবং কি কি উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে।

১ম। পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা চরিত্র সংশোধন হইতেছে না

কেন? ইহা অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, পুরুষেরা যে বিদ্যা শিখিতেছেন তাহা বাহ্যিক ও অসার, তাহাদ্বারা সংসারের কাজ কর্ম্মের উপযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু চরিত্র শোধন ও মনুষ্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। ধর্ম্ম-বিহীন বিদ্যা সামান্য বিদ্যা; তাহাতে কেবল অহঙ্কার হয়। সামান্য বিদ্যা অতি ভয়ানক। পোপ নামে এক কবি বলেন,

সামান্য বিদ্যার অতি ভয়ঙ্কর ফল,
ডুবিবে গভীর কিম্বা না ছোঁবে সে জল।

স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইবেন আমরা তাহা চাহিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদিগের যে টুকু বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহা যাহাতে সার হয় এবং ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া চির-জীবনের কল্যাণসাধন করে এইটী আমাদিগের কামনা। এবিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সুবিধা আছে। পুরুষদিগের শিক্ষাপ্রণালী এক প্রকার স্থির হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হইতেছে এবং ইহাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর যেরূপ নিয়ম স্থির করা যায় তাহাতে তত প্রতিবন্ধক হইবার বিষয় নাই। অতএব স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার মূলে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত করা আবশ্যক। তাহা না হইলে অসার বিদ্যা শিখিয়া আড়ম্বর ও অভিমান প্রকাশ যত হইবে, উপকার তত দর্শিবে না।

২য়। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যে সদগুণ গুলি আছে তাহার একটীও যেন অসাবধানতা ক্রমে অগ্রাহ্য বা বিলুপ্ত করা না হয়। বিনয়, সুশীলতা লজ্জা, দয়া, পতিভক্তি, গুরুজন সেবা এবং গৃহকার্য্য সাধনে যত্ন এই গুলি প্রাচীনা হিন্দুমহিলাগণের প্রধান গুণ। বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে যদি অহঙ্কার, নির্লজ্জতা, গুরুজনের প্রতি অভক্তি, সৌখীনতা এবং গৃহকার্য্যে আলস্য বা ঔদাস্য এই সকল দোষ জন্মে, তাহা নিতান্ত দুঃখের কারণ হইবে। যে বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান মার্জ্জিত হয়, তাহা শিক্ষা করিলে এই সকল দোষ নিবারণ হইতে পারে।

৩য়। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বিজাতীয়দিগের সহিত অধিক পরিচিত

হওয়া যায়। ইহাদ্বারা অন্য অন্য জাতির সভ্যতা অণুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়। অণুকরণ করিতে গেলে গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক শিক্ষা হয়। বাঙ্গালী পুরুষেরা সাহেবদিগের অণুকরণ করিতে গিয়া সুরাপান, হোটেলে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং পিতা মাতা প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা করিতে যত শিখিয়াছেন, তাহাদিগের সাহস, অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকেরা বিবী হইতে গেলেও তাহাদিগের দোষ গুলি আগে অধিকার করিয়া বসিবে। হিন্দু-রমণীরা স্বজাতীয় প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অন্যজাতির সদ্‌গুণ গুলি যাহাতে বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবেন।

৪র্থ। স্বাধীনতার অপব্যবহার। বিদ্যাশিক্ষা করিলে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না জানিলে তাহা স্বেচ্ছাচার হইয়া অনেক কুফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন শাসন মানিব না, যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যে পথে যখন সুবিধা পাই সেই পথ অবলম্বন করিব, এই ভাবে চলিয়া অনেক বাঙ্গালী যুবক মারা গিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের এ ভাব হইলে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। ধর্ম্মের শাসন অনুসারে চলিতে না শিখিয়া স্বাধীনতার নাম লওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। মানুষের মন যেরূপ দুর্ব্বল এবং সংসারে যেরূপ প্রলোভন তাহাতে মন নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইলে প্রায়ই পাপ করিয়া ফেলে। অতএব স্ত্রীগণ যেন কম্পান্বিত হৃদয়ে স্বাধীনতার নাম গ্রহণ করেন। যে শিক্ষাদ্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকলকে বশে রাখিয়া ধর্ম্মপথে চলিবার ক্ষমতা হয় তাহাই উপার্জ্জন করা বিধেয়।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা পুরুষদিগের মধ্যে যে সকল ভয়ঙ্কর দোষ ঘটিতেছে তাহার দৃষ্টান্তে নারীগণকে সাবধান করা যাইতেছে। ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব কেবল এ সকল দোষের কারণ। নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয়; তাহাদিগের জ্ঞানের যেমন উন্নতি হইবে, সেইরূপ যদি সদ্ভাব সকলেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে স্ত্রী-

শিক্ষার প্রতি কাহার বিদ্বেষ বা আপত্তি থাকিতে পারে না। জ্ঞানোন্নত ও ধর্ম্মভূষিত রমণী কাহার না আনন্দদায়িনী হয়েন? আমাদিগের নারীগণ প্রাচীনাগণের ন্যায় গৃহলক্ষ্মীর গুণ সকল ধারণ করেন, অথচ তাহাদিগের ভ্রম কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। ভ্রম কুসংস্কারে অনেক অপকার হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু রমণীগণের চরিত্র দূষিত হইলে তাহা হইতে নরক অগ্নি নির্গত হইয়া পরিবার ও সমাজকে এককালে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

এই স্থলে কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য তাহা একবার বিবেচনা কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মের নানাবিধ মতামত শিখিবে ও তাহা লইয়া তর্কশক্তি চরিতার্থ করিবে তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মের সাধারণ মূল নিয়ম গুলিতে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, যাহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান উজ্জ্বল হয় এবং যাহাতে আপনা দিগের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া চরিত্র সুন্দর ও জীবন পবিত্র করিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা আবশ্যক। ধর্ম্মের কয়েকটী মূল নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১। সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার পূজা করিবে।

২। সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া ভাই ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্বদেশের এবং মনুষ্য জাতির হিতসাধনে যত্ন করিবে।

৩। সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ভাই ভগিনীর প্রতি প্রীতি, স্বামীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম এবং পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে এবং আপনার ন্যায় তাহাঁদিগের সুখ ও মঙ্গল সাধনে সুখী হইবে। গৃহ কার্য্যে সুদক্ষা হইবে।

৪। সত্য পরায়ণ হইবে। মনে, বাক্যে, কি কার্য্যে কখন কপটতা, মিথ্যা কি প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইবে না। যাহা যাহার ন্যায্য তাহা তাহাকে দিবে। পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না।

৫। দয়াশীল হইবে। তোমার সাধ্যে যখন যাহার যে উপকার করিতে পার, তাহার সুবিধা ছাড়িবে না। শত্রুরও ইষ্ট সাধন করিতে সচেষ্ট হইবে।

৬। ত্যাগ স্বীকার করিবে। ধর্ম্মের জন্য সুখ ত্যাগ ও দুঃখ সহ্য

করিতে হয় তাহাতে কাতর হইবে না। সকলের প্রতি ক্ষমা ও নম্রতা প্রদর্শন করিবে।

৭। সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিবে। পতির প্রতি ভক্তি ও প্রাণ দিয়া তাঁহার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে। পতি ভিন্ন অপর পুরুষকে মনে মনেও ইচ্ছা করিবে না।

৮। শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করিবে। যাহাতে শরীরকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৯। জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা মনের উন্নতি করিবে। কুসংস্কার ও পাপ যত্নের সহিত মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

১০। পরলোকের প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় থাকিয়া ইহলোকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে।

এইরূপ ধর্ম্ম-নিয়মের যত ব্যাখ্যা হইয়া—যত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া নারীগণের জীবন বিশুদ্ধ হয়, স্ত্রীশিক্ষার সেই উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয়। ইহাতে সমাজের কল্যাণ ও প্রত্যেকের কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

পতিব্রতা এবং সতী।

পতিব্রতা এবং সতী হইলে বামাগণের যে প্রকার শোভা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, নানালঙ্কার ভূষিতা হইলেও সে শোভা সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে যুবতী রমণীগণ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। স্ত্রী জাতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য অনেকেই প্রয়াসী নহেন।

যে স্ত্রী পতিব্রতা নহেন তাঁহাকে পুরস্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সময়ে সময়ে হাব ভাব প্রকাশ করিয়া পতির মনোরঞ্জন করাকে পতিব্রতার লক্ষণ বলা যায় না। গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাস্তবিক পতিকে প্রণয় করেন না। তাঁহারা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিলাস বস্তুর প্রকৃত প্রণয়িনী; পতিপ্রণয়িনী

নহেন। যে পতি অর্থশালী, উপার্জ্জন-শীল, পত্নীর আজ্ঞামত বিলাস বস্তু সকল প্রদান করিতে পারেন তিনি কিছুদিন পত্নীর প্রণয় ভোগ করিতে পারেন। যদি তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন তবে তিনি স্ত্রীর প্রণয়ে অধিকারী নহেন। যে স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ উপাদেয় পদার্থ প্রদান করিত, তাঁহার একটু পীড়া হইলে তাহার অসুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না, অর্থাগমের অভাব প্রযুক্ত ঘোর দরিদ্র দশা উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রী সেই পতিকে সহস্র কটু বাক্য না বলিয়া শাকান্নও প্রদান করে না, অনেক দুর্ভাগ্য পুরুষ এই অবস্থায় প্রত্যেক অন্ন গ্রাস অশ্রুপাতের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। পাঠিকাগণ! তোমরাই সত্য সত্য বল দেখি এরূপ স্ত্রী পতিকে প্রণয় করে, কি, বিলাস বস্তুকে প্রণয় করে? যে বিলাস বস্তুকে প্রণয় করে তাহাকে পতিব্রতা বলা যায় না। বিলাস প্রণয়িনী এবং বারাঙ্গনাতে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই, ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যে স্ত্রী প্রকৃতরূপে পতিপ্রণয়িনী, সেই যথার্থ পতিব্রতা। পতির সুখেই তাহার সুখ, পতির দুঃখেই তাহার দুঃখ। পতিব্রতার নিকট পতির নামটী যেমন সুমধুর ও আনন্দ জনক এমন আর কোন পদার্থ নহে। পতির নাম শুনিতে তাহার আনন্দ হয়, পতির নাম বলিতে তাহার আনন্দ হয়, পতির প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাহার হৃদয় স্ফীত হয়। সে প্রাণান্তে পতির নিন্দা শ্রবণ করিতে পারে না। পতিব্রতা স্ত্রী উপার্জ্জন শীল পতিকে যে প্রকার সমাদর করেন, পতি দরিদ্র হইলেও সেই প্রকার সমাদর করেন। পতি অট্টালিকায় থাকিলে পতিব্রতা অট্টালিকায় থাকেন পতি বনে গমন করিলে তিনিও বনে গমন করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে এসকল সত্যযুগের কথা, কলিকালে এমন স্ত্রীলোক দেখা যায় না। সতী, দময়ন্তী কি সীতার মত রমণী কি এখন সম্ভব? কলিকালেও পতিব্রতা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। আমরা ইহার গুটিকত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। চাকদহ যশড়া নিবাসী কোন ভদ্র লোকের স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বহস্তে পতির সেবা সুশ্রুষা করিতেন। তাঁহার যখন অল্প বয়স ছিল তখনও তিনি স্বহস্তে পতিকে স্নান করাইতেন, পতির ভোজন হইলে সেই অন্ন ভোজন করি-

তেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে পতিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া গাত্রো-খান করিতেন। কালক্রমে তাঁহার পতির বিষয় কার্য্যে অসুবিধা হওয়াতে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে মানস করিলেন, তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে চাহিলেন-কিছুতেই তাঁহাকে নিবারণ করা গেল না। সুতরাং সেই দম্পতি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। গঙ্গাপার হইয়াই তাঁহারা গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী বেশে বহুকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেই কোমলাঙ্গী কুলবালা স্বামি-সেবার জন্য কতদূর কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন চিন্তা করিতেও হৃদয় বিকম্পিত হয়। কোন কোন পতিব্রতা স্বামীকর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িতা হইয়াও নিস্বার্থ ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। রঙ্গপুরে ভদ্র বংশীয় কোন পাষণ্ড সুরা ও বেশ্যাসক্ত হইয়া স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিত; সেই পতি-ব্রতা স্ত্রী এত যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অনেকে তাঁহাকে স্বামী হইতে দূরে থাকিতে পরা-মর্শ দিতেন তিনি উত্তর করিতেন যে, "আমি উহাঁর দাসী, আমি উহাঁর চরণ ছাড়া হইতে পারি না। আমি যে, দিনান্তে একবার উহাঁকে দেখিতে পাই ইহাই আমার সৌভাগ্য, আমি অন্য সুখের প্রত্যাশী নহি।" এই প্রকার পতিব্রতার স্বামীই জীবন। স্বামীর বন্ধু তাঁহার বন্ধু, স্বামীর আত্মীয় তাঁহার আত্মীয়, স্বামীর পিতা মাতা তাঁহার পিতা মাতা। তিনি প্রাণান্তেও পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না।

এই স্থলে আমাদের কিছু বলিবার আছে। পতি যদি অসৎ কার্য্য করিতে বলেন পতিরই মঙ্গলের জন্য তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য নহে। সে আদেশ পালন করিলে পতির অমঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক দিন হইল আমরা কলিকাতার এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে বাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সুরাপান করিয়া থাকেন। সেই স্ত্রীলোকটী স্বামীর আদেশে স্বামীর বন্ধু বান্ধবের সহিত সুরাপান করিয়া যে প্রকার কুৎসিত কার্য্য করেন তাহা মুখে উচ্চারণ করাও পাপ। পূর্ব্বে

সে স্ত্রীলোকটী সুরাপান করিত না। স্বামীর নিতান্ত অনুরোধে আরম্ভ করিয়া শেষে এই প্রকার পিশাচী হইয়াছে। অতএব পতিব্রতা হইয়া স্বামীর মঙ্গলের জন্য যত্নবতী থাকিতে হইবে সুতরাং স্বামীর কোন কথা পালন করিলে যদি স্বামীর অমঙ্গল হয় তবে প্রাণান্তেও তাহা প্রতিপালন করিবেন না। যেমন স্বামী পীড়িত হইয়া কুপথ্য চাহিলে তাহা প্রদান করা কখনই উচিত নহে। পতিব্রতা সহস্র যন্ত্রণা পাইয়াও প্রাণান্তে স্বামীকে কটু কর্কশ বাক্য কহিবেন না। বরং স্বামীকে সুখী করিবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবেন।

প্রকৃত পতিব্রতার বৈধব্যদশা হয় না। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলেও তিনি সেই পরলোক বাসী পতিকে বিদেশ বাসী পতির ন্যায় অকৃত্রিম প্রণয় ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই পতিব্রতাকে বিধবাবলিয়া গণ্য করা যায় না। ফরিদপুর জেলাতে মুসলমান জাতীয় একটী পতিব্রতা স্ত্রীলোক, তাঁহার কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত স্বামীকে সর্ব্বদা সেবা সুশ্রূষা করিতেন একদিনও তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। বিষম রোগ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে একজন ধনী মুসলমান সেই পরমসুন্দরী রমণীকে "নিকা" করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। সেই পতিব্রতা উত্তর করিয়াছিলেন যে, "আমার স্বামী পরলোকে জীবিত আছেন, পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।" তথাপি দুষ্ট যবন পীড়া পীড়ি করিয়াছিল, কএকজন ভদ্র লোকের সাহায্যে পতিব্রতার ধর্ম্ম রক্ষা হয়। যে স্ত্রী এইরূপ পতিব্রতা, তিনিই বামাকুলের ভূষণ। পৃথিবী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া পবিত্র হয়।

কেবল পতিব্রতা হইলে হইবে না, সতী হইতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, যে স্ত্রী পরপুরুষে উপগতা না হয় সেই সতী। সতীর এই মাত্র লক্ষণ নহে। পরপুরুষে উপগতা হইলে সতীত্ব নষ্ট হয়, পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়; মনে মনে পরপুরুষ ইচ্ছা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। ক্রোধ করিলে, কলহ করিলে, হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা করিলে, চুরি করিলে, কোন প্রকারে পরের অনিষ্ট চিন্তা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। যে কোন প্রকারে ইষ্টদেবের

পূজা না করে তাহার সতীত্ব নষ্ট হয়। বাস্তবিক ধর্ম্ম হইতে একপদ বিচ্যুত হইলেই সতীত্ব হইতে বিচ্যুত হওয়া হয়। যে স্ত্রী ঈশ্বর পরায়ণা হইয়া কায়মনোবাক্যে পাপ না করে সেই সতী। এই রূপ পতিব্রতা ও সতী না হইলে বামাগণের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব বামাগণ! পতিব্রতা এবং সতী হইয়া স্ত্রী সমাজের মুখ উজ্জ্বল কর। ইহলোকে পরলোকে তোমাদের সাধু জীবন পরিকীর্ত্তিত হউক।

রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভূচিত্রে পুরাতন মহাদ্বীপের উত্তরাংশে যে বৃহৎ রাজ্যের চিত্র দেখা যায় ইহাকে রুসিয়া বলে। শুনা যায় প্রাচীন কালে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় করিতে গিয়া এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা উত্তর কুরুবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই রাজ্য ইউরোপ ও আসিয়া উভয় খণ্ডে থাকাতে ইহার এক ভাগকে ইউরোপীয় রুসিয়া ও অপর ভাগকে সাইবিরিয়া বলে। ইউরোপীয় রুসিয়াতেই ইহার রাজধানী। মহাত্মা পিটার নামে এক সম্রাট ইহা সংস্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম সেন্ট পিটার্সবর্গ। কলিকাতা নগর যতদিন ইহাও ততদিন মাত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রুসিয়ার কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহার বাস্তবিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পিটার সিংহাসনারূঢ় হইয়া ইহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। ১৭২৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী রাজ্ঞী ১ম কাথারিন্ উত্তরাধিকারিণী হন। তাঁহার রাজত্ব ২ বৎসর ছিল। তৎপরে তাহার পুত্র ২য় পিটার ৩ বৎসর রাজ্য করেন। পিটারের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনী ১৭৩০ হইতে ১৭৪০ পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৃতীয় ইভান নামে এক শিশু রাজার রাজত্ব প্রায় দুই বৎসর ছিল। ১ম পিটারের কন্যা এলিজেবেথ ১৭৪২ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া ২০ বৎসর শাসন করেন এবং রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান। ৩য় পিটার উত্তরাধিকারী হইয়া এক বৎসরের মধ্যে রাজ্য ও প্রাণ হারা হন। বিধবা রাণী ২য় কাথারিন্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রুসিয়ার

যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৭৯৬ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত পুত্র ১ম পল সম্রাট হইয়া ফ্রান্সের বিপক্ষতা করেন এবং সেনাপতি সুয়ারোর পরাক্রমে রুসিয়ার বহু জয় লাভ দেখিতে পান। পলের অত্যাচারে প্রজাগণ তাহাকে হত্যা করে এবং তাহার পুত্র আলেকজাণ্ডার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সম্রাট্ নিকোলস্ আপনার ক্ষমতা বদ্ধমুল করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পুর্ব্বে তাঁহার সহিত ইংরাজ, ফরাসী ও তুরুষ্ক জাতির ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৮৫৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বর্ত্তমান সম্রাট্ ২য় আলেকজাণ্ডার সিংহাসন আরোহণ করেন।

রুসিয়ার লোকদিগকে স্লাবোনিক জাতি বলে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ নয়। মদ্যপান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। জুয়া খেলারও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। ভদ্র লোকেরা ভুস্বামী, তাহারা বড়মানুষী রূপে চলিয়া থাকেন এবং অসংখ্য ভৃত্য রাখেন। রুসিয়ার কৃষকেরা দাসবৎ এবং ভদ্রলোকেরা মুর্খ, অহঙ্কারী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং যথেচ্ছাচারী। নীচ জাতিরা মিথ্যা প্রবঞ্চনায় বিলক্ষণ পটু। ইহারা গ্রীক চর্চ্চ নামে একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কিন্তু রাজনিয়মানুসারে প্রজারা যাহার যে ধর্ম্ম তাহা মানিয়া চলিতে পারে। মুসলমানদিগের প্রতিও বিদ্বেষ নাই। রুসিয়ার প্রায় এক কোটী লোক প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। এখানে বিদ্যাশিক্ষা সামান্য, কিন্তু ক্রমে তাহার উন্নতি হইতেছে। রুসিয়ার নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৬ লক্ষ। রুসিয়ার রাজাকে ঝার অথবা সম্রাট্ বলে। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাহার ক্ষমতার সীমা নাই। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৮ কোটী। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ অধিক। ভদ্রলোকদিগের অদ্যাপি অন্যূন দুই কোটী ক্রীতদাস আছে। সাইবিরিয়ার লোক সংখ্যা ৪০ লক্ষ।

পৃথিবীর মধ্যে রুসিয়েরা এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা দিগ্বিজয়ী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা তাতার দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষের নিকটস্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি বরাবর আছে। পিটার এই দেশ জয়ের উপর তাহাদিগের মহোন্নতি নির্ভর করে বলিয়া গিয়াছেন।

নারীচরিত।

প্রাস্কোবিয়া।

রুসিয়া মহারাজ্যের অন্তর্গত সেন্টপিটার্সবর্গ নগরে লফুলপ নামে এক ভদ্র লোক বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে রাজার নিকট কোন অপরাধ করাতে তিনি সপরিবারে সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত হন। এই দেশে লোকালয় অতি বিরল। ইহার অধিকাংশ অরণ্য পূর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর বাসভূমি। লফুলপ সমুদায় ধনসম্পত্তি, জন্মভূমি এবং আত্মীয় কুটুম্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার ভার্য্যা ও একটী কন্যা সঙ্গে লইয়া এই ভয়ানক স্থানের অধিবাসী হইলেন। এই কন্যার নাম প্রাস্কোবিয়া। নির্ব্বাসন কালে তিনি অতি শিশু ছিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন তাহার বয়স পনর বৎসর হইল, তিনি একদিন পিতা মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদিগের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা আপনাদিগের অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। প্রাস্কোবিয়া মাতার মুখে সমুদায় দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুন্ন হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বিনয় পূর্ব্বক জননীকে বলিলেন "মাতঃ। আমি সম্রাটের নিকটে স্বয়ং গিয়া আপনাদের মুক্তির জন্য আবেদন করিতে চাই, অনুমতি প্রদান করুন।" তাহার এই অসম সাহসিক কথায় তাহার পিতা মাতা প্রথমে স্বীকার পাইলেন না, কিন্তু পরে তাহার একান্ত জিদ্ নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন। প্রাস্কোবিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবত সুশীলা ও ধর্ম্ম পরায়ণা ছিলেন। তাহাকে বহুদূরে একাকী নিঃসম্বল যাইতে হইবেক, এজন্য বিপদ ভঞ্জন দয়াময় পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন। পরে পিতা মাতার চরণ বন্দন করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

পথিমধ্যে তিনি যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিতে গেলে অনেক হয়। এক সময়ের কথা বর্ণনা করা যাইতেছে, ইহা পাঠ করিলে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা অরণ্যের মধ্যে যাইতে যাইতে ঝড়ে একটী বৃহৎ বৃক্ষ উপাড়িয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। তিনি ভীত হইয়া অরণ্যের নিবিড় স্থানে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় আহার পাইবেন! কাজে কাজেই সমস্ত কষ্ট বহন করিতে হইল। পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে একটী লোক শকট লইয়া তথায় উপস্থিত দেখিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে পৌঁছিয়া দিল। কিন্তু শকট হইতে নামিবার সময় প্রাস্কো পড়িয়া গিয়া কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইলেন। পরে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান, কিন্তু লোকেরা তাহার সেই দুরবস্থায় ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাহাকে অপমানিত কেহ চোর বলিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। হায়! এ সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলে কোন্ পাষণ্ডেরও হৃদয় না বিদীর্ণ হইয়া যায়! একে তাহার দুরবস্থার অবধি নাই, তাহার উপরে নিষ্ঠুর লোকদিগের কটূবাক্য তাহার পক্ষে "মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা" হইয়া তাহার কত না মর্ম্মান্তিক কষ্ট প্রদান করিয়াছিল! কিন্তু ইহাতেই তাহার দুঃখের শেষ হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত অপমান সহ্য করিয়া তিনি এক ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। কি করেন, কোথায় যান, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কি তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন? দুষ্ট বালকেরা তথায় আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিতে লাগিল। অবলা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সর্ব্ব দুঃখহারী পরমেশ্বরের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে এক দয়ালু রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। প্রাস্কোবিয়া তথায় কিয়ৎদিন থাকিয়া অপার প্রীতি লাভ করিলেন, তৎপরে পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে এক দল কুকুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় এক জন পথিক তথায় আসিয়া তাহার সাহায্য করিল। কিছুদিন নানা অবস্থা সহ্য করিয়া চলিতেছেন, ইতিমধ্যে শীতকাল উপস্থিত হইল।

আমাদিগের দেশ অপেক্ষা রুসিয়াতে শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব। তথাকার সকল পথ বরফাচ্ছন্ন হইল, শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। প্রাস্কোর সঙ্গে শীত কাটাইবার উপযুক্ত বস্ত্রাদি ছিল না, সুতরাং তিনি পথিমধ্যে চলৎশক্তি হীন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তৎকালে কতকগুলি ভদ্রলোক শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন, তাঁহাকে মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত একটী জামা দিলেন এবং আপনাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গিয়া তিনি পথে পীড়াক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক দিনের পর কতকগুলি দয়াশীল লোকের অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্য হইয়া তিনি ভ্রমণে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরাধিক কাল বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অবশেষে সেণ্ট পিটার্সবর্গ মহানগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় সুযোগ করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ পুর্ব্বক রাজ্ঞীর সহিত দেখা করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। সম্রাট্ প্রাস্কোর মুখে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে দণ্ড হইতে মুক্তি প্রদানের আজ্ঞা করিলেন এবং বালিকাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। লফুলফ প্রত্যাগমনের আদেশ পাইয়া সপরিবারে সেণ্ট-পিটার্সবর্গ নগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যাকে পাইয়া পুনরায় পরমানন্দে স্বদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

ধন্যা সেই নারী, যেই পিতামাতা তরে,
জীবন যৌবন সুখ তুচ্ছি অকাতরে,
সহিয়া অশেষ ক্লেশ করে দৃঢ় পণ,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"
আশা তার পুর্ণ হয় ঈশ্বর কৃপায়,
চিরকীর্ত্তি সুখ তার খণ্ডন না যায়।

কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ।

কাউপার নামে এক কবি বলিয়াছেন, নীচ জন্তু হইতেও মানুষ অনেক ভাল গুণ শিখিতে পারে। বস্তুত কেবল পাঠশালা মানুষের শিখিবার স্থান নহে, জগদীশ্বর তাহার শিক্ষার জন্য সমুদায় জগৎ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। বড় বড় লোকের অসাধারণ গুণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন উপকার লাভ করা যায়; সেইরূপ সূর্য্য, চন্দ্র বায়ু অবিশ্রান্ত খাটিয়া জগতের উপকার করিতেছে, বৃক্ষ লতা অকাতরে ফল পুষ্প বিতরণ করিয়া জীবগণের সুখ সাধন করিতেছে, কত জন্তু আশ্চর্য্য স্নেহ, দয়া, সাহস ও ধৈর্য্য গুণ প্রদর্শন করিতেছে—এই সকল উপায়েও সদ্‌গুণ শিক্ষা করা যাইতে পারে। এই জন্য কবি গে সাহেব বলিয়াছেন:—

"তুচ্ছ হীন বস্তু হতে ধর্ম্মার্থীর মন,
নীতিরত্ন অনুক্ষণ করে সঙ্কলন।"

কুকুরকে আমরা অতি নীচ জন্তু বলিয়া ঘৃণা করি, কিন্তু এই কুকুরের নিকট হইতে মনুষ্য অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আমাদের নীতি-শাস্ত্রকার চাণক্য কুকুরের ছয়টী গুণ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্র চেতনঃ
প্রভু ভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্‌ শুনোগুণাঃ।"

কুকুর অনেক আশা করে, অল্পে সন্তুষ্ট হয়; শীঘ্র নিদ্রা যায় এবং শীঘ্র জাগিয়া উঠে; প্রভুভক্ত এবং বীর স্বভাব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কুকুরের আরও অনেক গুণ দেখা ও শুনা যায়। তাহারা মেধাবী, যাহা শিখাও শিখিতে পারে। পরোপকারী, অভ্যাস করাইলে উৎসাহের সহিত অন্যের উপকার সাধন করে। কৌশলজ্ঞ, কোথায় কোন্‌ কৌশল খাটে তাহা বুঝিয়া অবলম্বন করিতে পারে। দুই একটী কুকুরের এমন বৃত্তান্তও পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মালয়ে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমোদিত হয়। বস্তুতঃ কুকুরের যত গুণ, কোন ইতর জন্তুর তত নয়। সাহেবেরা যে কুকুরকে এত ভাল বাসেন, তাহার কারণ এই।

কুকুরের অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ আছে, নিম্নে গুটিকত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কোন ফরাসী বণিক তাঁহার কুকুরকে সঙ্গে করিয়া এক তোড়া টাকা লইয়া বাটী যাইতেছিলেন। পথে এক বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া টাকার তোড়াটী লইতে ভুলিয়া যান এবং ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কুকুর তাঁহার এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া টাকার তোড়া নিজে আনিতে গেল, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া তুলিতে পারিল না। সে তখন দৌড়িয়া প্রভুর নিকটে গিয়া নানা প্রকারে ভয়ানক চিৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু বণিক কোন চিন্তায় মগ্ন থাকাতে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। তখন সে কোনমতে তাঁহাকে থামাইতে না পারিয়া ঘোড়ার ক্ষুরে কামড়াইতে লাগিল। বণিক তাহাকে বার বার নিস্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন "কুকুরটা পাগল হইয়াছে" ঠাহরিলেন। তিনি আবার বার বার তাহার মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুকুর ততই বিকট চিৎকার করিয়া ঘোড়ার পায় কামড়াইতে লাগিল। বণিক্ নিঃসন্দেহ স্থির করিলেন 'কুকুর পাগল হইয়াছে এবং তাহাকে মারিয়া না ফেলিলে আরও বিপদ্ ঘটিবে।' কিন্তু অনেক দিনের বিশ্বাসী ও প্রিয় কুকুর স্বহস্তে কি প্রকারে বধ করেন? যাহা হউক আর পরিত্রাণের উপায় নাই ভাবিয়া স্বহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে গুলি করিলেন। সাংঘাতিক আঘাতে সে পিছু হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি গুড়ি মারিয়া প্রভুর নিকটে আসিতে ছাড়িল না। বণিক্ ভয়ে দুঃখে ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া দ্রুতবেগে চলিলেন এবং কোন্ কুযাত্রায় আসিয়া কুকুরটী হারাইল ভাবিতে লাগিলেন। টাকার কথা তখনও মনে উদয় হয় নাই। বার বার আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার টাকা গিয়া কুকুরটী কেন থাকিল না।' আবার পাগল জন্তুকে না মারিয়াই বা কি করেন এই বলিয়া এক একবার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। হঠাৎ জেবে হাত দিয়া দেখেন টাকা নাই। তখন চৈতন্য হইয়া এককালে কুকুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং আপনার নির্ব্বুদ্ধি ও নৃশংসতার শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরে টাকা

দেখিবার জন্য ফিরিয়া চলিলেন, পথে বরাবর কুকুরের রক্তের ছড়া দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া চলিলেন। কুকুরকে পথে খুঁজিলেন, দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু বিশ্রাম স্থানে যেমন নামিলেন, সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া দুঃখে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি আপনার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। হা! নিরপরাধী কুকুর তাহার নিষ্ঠুর প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে না পারিয়া যতক্ষণ শ্বাস ছিল তাঁহার সেবা করিতে ছাড়িল না। সে রক্তাক্তশরীরে গুড়ি মারিয়া সেই টাকার তোড়া আগলাইতে আসিল। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু প্রভুকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল; উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তাহার প্রভু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং সে যেন তাঁহার হাত চাটিয়া তাঁহার নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া গিয়াছে দেখাইতে লাগিল। এইরূপে প্রভুর দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে কুকুর প্রাণত্যাগ করিল।

ইংলণ্ডের সফোক সায়ারের একজন ভদ্রলোক তাঁহার বন্ধুর নিকটে আপনার কুকুরের প্রশংসা করিয়া বলেন যে 'যত দূরে যে বস্তু উহাকে আনিতে বলিবে, আনিবেক।' বন্ধু পরীক্ষার জন্য রাস্তার ধারে একটী আধুলি বৃহৎ প্রস্তর চাপা দিয়া রাখিয়া প্রায় দেড়ক্রোশ দূর হইতে তাহাকে আনিতে বলিলেন। কুকুর অনেক চেষ্টা করিয়া পাথর তুলিতে না পারিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। পথ দিয়া দুই জন ঘোড়সোয়ার যাইতেছিলেন, তাহারা কুকুরের ভাব গতিক দেখিয়া যেমন পাথর খানি তুলিলেন, আধুলিটী পাইয়া জামার জেবে ফেলিলেন। তাঁহারা দশক্রোশ পথ চলিলেন, কুকুর কিছু না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে তাহারা রাত্রে এক সরাই খানায় আহার করিয়া আধুলি সুদ্ধ জামাটী এক প্রেকে ঝুলাইয়া নিদ্রা গেলেন। কুকুর সুযোগমতে তাহাদিগের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল, সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া জামাটী মুখে করিয়া এক ছুটে প্রভুর বাটীতে আসিল। জামার মধ্যে একটী বহুমূল্য ঘড়ী ছিল, প্রভু এই আশ্চর্য্য বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া ঘড়ী ও জামা ফিরাইয়া দিলেন, এবং কুকুরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

প্রায় ৮০ বৎসর হইল, গ্রাম্পিয়ন পর্ব্বতের* উপর এক মেষপালক মেষ চরাইত। একদিন সে তাহার তিন বৎসরের একটী শিশু ও কুকুর সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের উপর মেষ অন্বেষণ করিতেছিল। পরে একটী উচ্চ পাহাড়ে উঠা কঠিন দেখিয়া বালকটীকে নিম্নে রাখিয়া বলিয়া গেল "কোন ক্রমে এ ঠাঁই ছাড়া হবে না"। কৃষক পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া হঠাৎ এমন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল, যে দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার রাত্রি বোধ হইল। পাহাড়ে সময় সময় এপ্রকার হইয়া থাকে। চিন্তাকুল পিতা পথ হারা হইয়া বালকটীকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি হইয়া পড়িল এবং সে বাটীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিল। রাত্রে আর চেষ্টা করা বৃথা দেখিয়া প্রিয় পুত্র ও কুকুরটীকে হারাইয়া একাকী বাটী ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে কৃষক অনেক সঙ্গী লইয়া সমস্ত দিন খুঁজিল, শিশুটীকে পাইল না। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল তাহার কুকুর একবার মাত্র বাটী আসিয়াছিল, কিন্তু এক খানি রুটি পাইয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া কৃষক অন্বেষণ করে, আর বাটীতে আসিয়া প্রতিদিন কুকুরের ঐরূপ কথা শুনে। ইহাতে একদিন সে বাটী থাকিল এবং যখন কুকুর রুটী মুখে করিয়া চলিয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। মেষ পালক যেখানে শিশুটী রাখিয়াছিল, তাহার অল্পদূরে একটী ঝরণার নিকটে কুকুর গমন করিল। তথায় একটী ভয়ঙ্কর গভীর গহ্বর ছিল, বোধ হয় ভূমিকম্প কি কোন আকস্মিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কুকুর এক দুর্গম পথ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবেশ করিল এবং স্রোতের সহিত সংলগ্ন গহ্বরের মুখে উপস্থিত হইল। মেষপালক কষ্টে স্রেষ্টে প্রাণপণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দেখে, কি আশ্চর্য্য! তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশু তথায় বসিয়া সুখে রুটী খাইতেছে, বিশ্বাসী কুকুর আনন্দে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় বালকটী একটু চলিয়া গিয়া কি প্রকারে গড়াইয়া গর্ত্তে পড়িয়াছিল এবং স্রোতের ভয়ে বাহির হইতে পারে নাই। কুকুর ঘ্রাণ দ্বারা তাহাকে খুঁজিয়া লয় এবং তাহাকে বাঁচা-

* ইংলণ্ডের উত্তরে স্কটলণ্ড দেশে।

ইবার নিমিত্ত প্রতিদিন আপনি অনাহারে থাকিয়া তাহাকে এক খানি করিয়া রুটী খাওয়াইত। সে এই আহার আনিবার সময় ভিন্ন দিবা কি রাত্রির মধ্যে শিশুটীর কাছ ছাড়া হইত না এবং সে সময়েও যত শীঘ্র পারিত ছুটিয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিত।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মা। সুশীলে! কৈশিক আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ?

সু। মা! বুঝিয়াছি। সরু ছেঁদাওয়ালা নল জলের সহিত সংযোগ করিলে জল আপনা হইতে তাহার ভিতর উঠিতে থাকে। কিন্তু কি রকম নলে কত জল উঠে তাত জানি না।

মা। নলের ছেঁদা যত সরু হয়, জল তত অধিক করিয়া উঠে। ছিদ্র এক বুরুলের ৫০ ভাগ হইলে এক বুরুল জল উঠে, তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১০০ ভাগ হইলে দুই বুরুল, এবং সিকি হইলে চারি বুরুল এই রূপ নিয়মে জল উঠিয়া থাকে। যা হউক, আজি আর একটী বিষয়ের আরম্ভ করা যাউক।

সত্য। মা! আজি চুম্বক আকর্ষণের কথা বল না? সেই বলিয়াছিলে হাঁসের মুখে চুম্বক থাকে বলিয়া কেমন করে তাহাকে জলে চরান যায়!

সু। মা! চুম্বক জিনিষটা কি?

মা। ইহা এক প্রকার ধাতু। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে অয়স্কান্ত মণি বলে। মাগ্নেসিয়া দেশের কাছে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার ইংরাজী নাম মাগ্নেট্। ইহার রঙ্ পাঁশুটে, দেখিতে কুৎসিত। কিন্তু ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই ইহা লৌহ ও আর কোন কোন ধাতু কাছে পাইলে টানিয়া লয়। চুম্বকের মুখে যদি এক খানি লৌহ ধর তাহা কামড়াইয়া ধরে এবং সহজে ছাড়ান যায় না। একটী কাগজে যদি কতকগুলি লোহার সূচ রাখ, আর তাহার নিকটে এক খানি চুম্বক ধর, সব সূচ গুলি তাহার গায় আসিয়া লাগিবে। দরজিরা এক এক খানি চুম্বক সঙ্গে রাখে

এবং কোন প্রকারে সূচ হারাইলে চুম্বক দিয়া বাহির করে।

সু। এ বড় আশ্চর্য্য: আমি এক খান চুম্বক কাছে রাখিব।

স। চম্বক যেমন লৌহকে টানে, লোহ কি সেইরূপ চুম্বককে টানিতে পারে না?

মা। চুম্বক বড় ও লৌহ ছোট হইলে চুম্বক লোহকে টানিয়া লয়। কিন্তু লৌহ চুম্বক অপেক্ষা বড় হইলে লৌহই চুম্বককে টানিয়া থাকে। এই কথায় এক জন ধূর্ত্ত সন্ন্যাসীর গল্প মনে পড়িল। সে একটী বৃক্ষের তলে শূন্যে একটী শিব মূর্ত্তি রাখিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য করিয়াছিল। তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে দেবতা, মহাপুরুষ বলিয়া সকলে ভক্তি করিতে লাগিল। একজন সাহেব তথায় আসিয়া ঠাহরিয়া ঠাহরিয়া দেখিলেন এবং শিবের মাথার উপরে যে ডাল ছিল কাটিতে আজ্ঞা দিলেন শিব তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসীর বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে চুম্বক পাথরের শিব করিয়া উপরে ও নীচে এক একখণ্ড লৌহ রাখিয়াছিল। দুই দিক্ হইতে দুই লোহের আকর্ষণে কাজে কাজেই চুম্বক মাঝ খানে ঝুলিয়াছিল।

সু। বা! আমরা দ্রব্যের গুণ জানি না বলিয়া ধূর্ত্ত লোকেরাত অনেক সময় প্রতারণা করিয়া থাকে?

স। চুম্বকের কি আর কিছু গুণ আছে?

মা। চুম্বকের শলাকা বা সূচ আলগা করিয়া রাখিলে তাহার এক মুখ উত্তরে ও এক মুখ দক্ষিণদিকে নিয়ত থাকিবে। তাহাকে হাজার ফিরাইয়া দেও, সে আবার ঠিক উত্তরদক্ষিণ মুখে ফিরিয়া স্থির হইবে। চিনেরা ইহা প্রথমে জানেন। ইহার এই গুণ জানিতে পারাতে কম্পাস্ অর্থাৎ দিগ্ দর্শন যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। তাহা না হইলে অকূল সাগরে পড়িয়া নাবিকেরা দিক্ নিরূপণ করিতে পারিত না এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সকল আবিষ্কৃত হইত না।

স। কেন, সূর্য্য কোন্ দিকে আছে দেখিয়াত দিক্ নির্ণয় করা যায়?

সু। রাত্রি হইলে কি হইবে?

মা। দিনের বেলা সূর্য্য এবং রাত্রি কালে উত্তরীয় একটী নক্ষত্র

দ্বারা অনেক সময় দিক্ নিরূপণ হয় এবং পূর্ব্বে তাহা ভিন্ন নাবিকদের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহাতে সকল কালে সকল দিক্ ঠিক্ জানা যায় না। বিশেষতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে এবং সমুদ্রে যেরূপ গাঢ় ধোঁয়া ও কোয়াসা সচরাচর হয় তাহাতে দিক্ হারা হইতে হয়। এই জন্যে পূর্ব্বে কেহ সমুদ্রে অধিক দূরে যাইতে ভরসা করিত না। দিক্‌দর্শন যন্ত্রে চুম্বক শলাকা উত্তরদক্ষিণে থাকে এবং তদ্ভিন্ন আর আর দিকও তাহাতে আঁকা থাকে। ইহাতে কোন সময়ে আর দিক্ জানিবার ব্যাঘাত হয় না।

সু। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে কেন থাকে?

মা। তোমরা শুনিয়াছ পৃথিবীর কেন্দ্রে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। রাত্রিতে তথাকার লোকদিগের কার্য্য হানি না হয় এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মে সেই কয়েক মাস একটী উজ্জ্বল তারা উত্তরের আকাশকে আলোকময় করে। অনেকে এই তারাকে চুম্বকের আশ্চর্য্য গুণের কারণ বলেন, অনেকে ঐ তারা এবং চুম্বকের গুণ এই উভয়ের অন্য কোন সাধারণ কারণ আছে অনুমান করেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে একটী বৃহৎ চুম্বক বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাও নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণ মুখে রহিয়াছে বলেন।

সত্য। তুমি বলিতেছিলে, চুম্বকের শলাকা আলগা করিয়া রাখিলে উত্তর ও দক্ষিণ মুখ হয়, তাহা কিরূপে পরীক্ষা করা যায়?

মা। কম্পাস্ যন্ত্র দেখিলে বুঝিতে পার। আর জলে সোলা ভাসাইয়া তাহার উপর যদি চুম্বক শলাকা রাখ, দেখিবে তাহা সরিয়া সরিয়া উত্তর মুখ হইবে। উত্তরের মুখ যদি দক্ষিণে করিয়া রাখিয়া দেও, সমুদায় সোলা সুদ্ধ ঘুরিয়া উত্তরের মুখ উত্তরদিকে ঠিক্ থাকিবে।

সু। এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। কিন্তু চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মুখের কি নাম ধরা আছে!

মা। চুম্বকের দুই ধার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহাদেরই গুণ অধিক দেখা যায়। এক খান কাগজের উপর কতকগুলি সূচ রাখিয়া চুম্বক পাথর নিকটে ধরিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে সূচ আসিয়া লাগে বটে, কিন্তু দুই ধারেই অধিক লাগে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণদিক্‌কে

যেমন সুমেরু ও কুমেরু বলা যায়, চুম্বকের ও চুম্বক শলাকার দুই ধারকেও সুমেরু ও কুমেরু বলিয়া থাকে। এই দুই ধারের বিপরীত গুণ। উত্তরের দিক্ দক্ষিন ও দক্ষিণের দিক্ উত্তরে থাকিতে পারে না। যদি জলে ভাসা সোলার উপরে দুইটী চুম্বক শলাকা রাখিয়া তাহাদের পরস্পরের উত্তর দিক্‌কে ক ক´, এবং দক্ষিণ দিক্‌কে খ খ´, বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে ক ও ক´, একত্র করিয়া দিলে পরস্পরে ছাড়া ছাড়ি হইয়া যাইবে। খ ও খ´, ও সেই রূপ। কিন্তু ক ও খ´, এবং ক´, ও খ একত্র হইলে ছাড়িবে না। এই জন্য চুম্বকার্ষণের একটী নিয়মঃ—এক নামের দিক্ ছাড়া ছাড়ি এবং ভিন্ন ভিন্ন নামের দিক্ মিলিত হইয়া থাকে।

স। স্থান ও কাল ভেদে চুম্বক শলাকার কি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না?

মা। হয়, কিন্তু তাহার নিবারণের ও উপায় আছে। কম্পাসের কাঁটা অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রে ১৩॥ এবং অত্যন্ত শীতে ৭ অংশ সরিয়া থাকে। সহজ অবস্থায় শলাকার উত্তরদিক্ ৭১॥ অংশ নামিয়া থাকে এই জন্য দক্ষিণমুখে ভার দিয়া সমান রাখিতে হয়। দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং উচ্চ ও নিম্ন স্থানেও শলাকার স্থানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। অত্যন্ত বজ্রাঘাতের সময় চুম্বক শলাকার দিক্ বিপরীত হইয়া যায়।

সু। চুম্বকের আকর্ষণ কি দূরে নিকটে এক সমান?

মা। দূরত্ব অনুসারে চুম্বকের আকর্ষণ কমিয়া থাকে। এক বুরুল অন্তরে যদি আকর্ষণ ৯ গুণ হয়, দুই বুরুল অন্তরে ৪ এবং ৩ বুরুল অন্তরে ১ গুণ মাত্র হইবে।

সু। চুম্বক পাথর ভিন্ন আর কিছুতে কি চুম্বকের গুণ হয় না?

মা। চুম্বক দুই প্রকার অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। আসল চুম্বক ধাতু অকৃত্রিম। কিন্তু লোহা, ইস্পাত ও আর কয়েকটী ধাতুতে চুম্বক ঘষিলে তাহারা চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইয়া কৃত্রিম চুম্বক হয়। এই সকল ধাতু হাতুড়ী আদি দ্বারা পিটিলে এবং তাড়িত আদি সংযুক্ত করিলেও চুম্বক হয়। কামারদের হাতুড়ী ও নেহাইতে চুম্বকের গুণ হয়। দুই খণ্ড চুম্বক গুণ বিশিষ্ট লৌহদণ্ডের বিপরীত মুখ একত্র করিয়া তাহার

মধ্যে উত্তপ্ত এক খণ্ড লৌহ ঘষিলে তাহাও চুম্বকের গুণ ধারণ করে। অকৃত্রিম চুম্বকের গুণ নষ্ট হয় না এবং তাহা যত খণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ড পৃথক্ চুম্বক গুণ ধারণ করিবে। কৃত্রিম চুম্বকে এরূপ হয় না।

গৃহ-চিকিৎসা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ছোট ছেলেদের সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসক ডাকা বা অধিক ঔষধ খাওয়ান কেবল অনাবশ্যক নয়, অপকারকও হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা বহু দর্শন দ্বারা যে সকল ঔষধ স্থির করিয়াছেন, তাহাতে উপকার দর্শে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তাহা জানা উচিত।

১। ছেলেদের জ্বর হইলে এই কয় প্রকারে বাল্‌সা ব্যবহার হয়:—

(১) ঘোলমউনে গাছের শিকড় ৵ আনা ওজন ২।০টা মরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবে।

(২) বনপুঞ্জের শিকড় ৵ ... ঐ।

(৩) অপাঙ্গের (চিড়চিড়ে) শিকড় ৵ ঐ।

অত্যন্ত শিশু হইলে মরিচ ঘষিয়া দিবে। অধিক অচৈতন্য দেখিলে উপরি উক্ত ৩টা শিকড় একত্রে ৵০ আনা ওজন ২।। মরিচ দিয়া খাওয়াইবে।

(৪) মাইল কাঁকড়ার শিকড় ৵ ঐ।

(৫) এঁসো বগ লী } তিনের শিকড়
ন ফট্‌কিরী }
গোবরা } একত্রে ৵ ঐ

২। পেটের পীড়া হইলে দয়ে খয়ের শিকড় ৵০, দুই টা আস্ত ও দুইটা পোড়া লবঙ্গের সহিত বাটিয়া আলো চালুনির জল দিয়া খাওয়াইবে।

৩। কোষ্ট না হইলে মুক্তঝুরী বা মুক্তকেশীর শিকড় বা পাতা সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। কাঁইবিচী, বা বকুল বিচী বাটিয়া গুহ্যদ্বারে দিবে। উচ্ছে পাতার রসও গুহ্যদ্বারে দিলে হয়।

৪। আমেরক্ত হইলে কোঁকসিম বা বনমূলার শিকড় বা পাতার রস চিনির সঙ্গে খাওয়াইবে।

৫। চক্ষুরোগ হইলে হিমসিমের পাতার রস, সাবান ও পদ্মমধু চক্ষুতে দিবে।

৬। সামান্য জল কাসী হইলে ঘৃতদিয়া আদা ভাজিয়া পাককরা চিনির রসে ফেলিয়া রাখিবে। তাহাই মধ্যে মধ্যে এক একখান খাইতে দিবে।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

আমরা অনেক দিন অবধি কলিকাতায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, মধ্যে মিস্ কার্পেন্টার এখানে আসিয়া এই বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং গবর্ণমেন্ট অনেক বিবেচনা করিয়া বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে ইহার ব্যবস্থা করিতে সম্মত হন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে ইহাতে যোগ দিতে আহ্বান ও অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদিগের কতকগুলি বন্ধুও এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে এই শুভ উদ্দেশ্যটী অদ্যাপি সম্পান্ন হইল না, ইহা অনেকে অবগত নহেন। অনেকে মনে করেন উড্রো সাহেব বিলাতে হইতে মেয়ে গাড়োয়ান না আনিলে হইবে না। মধ্যে কোন কোন সংবাদ পত্রের ব্রাহ্মদিগের প্রতি ভ্রান্ত সংস্কার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। আমরা এবিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের ভ্রম ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিক্ষার অধ্যক্ষগণ ছাত্রীদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত নিয়মাদি করিতেছেন না। ব্রাহ্মেরা বরাবর এ বিষয়ে সচেষ্ট আছেন এবং ১০।১২টী ছাত্রী দিবারও প্রস্তাব করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে মধ্যে তাঁহাদিগের যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তাঁহারা ভগ্নাশ হইয়াছেন।

প্রথমতঃ, অন্তঃপুরিকাগণের সম্যক উপযোগী নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়া সুদ্ধ ভদ্রকুলবালাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অধ্যক্ষগণের অভিপ্রেত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল মহিলা ছাত্রী হইবেন গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন, সেইখানেই যাইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মেরা হিন্দু-সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ যোগ দেন না, অতএব তাঁহাদিগের স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়া হিন্দু-সমাজের কোন উপকার হইবে না, অধ্যক্ষদিগের এই আশঙ্কা।

এই সকল কথা কেবল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় না হইতে দিবার কথা। ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত নহেন, তাঁহারাই ইহার উন্নত ও শিক্ষিত দলের প্রতিনিধি। ব্রাহ্মগণ দ্বারাই হিন্দু-সমাজ হইতে কুসংস্কার ও অনর্থকর দেশাচার উন্মূলিত হইয়া সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তাঁহারা সহস্র অত্যাচার ও বাধা সহ্য করিয়া সাহস পূর্ব্বক কার্য্য

করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া এতদ্দেশে একটী নূতন সভ্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষাধ্যক্ষগণ কি মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ হিন্দু-সমাজ হইতে বয়ঃস্থা রমণী সকল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে আর তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেই খানে যাইবে? তাঁহারা নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক অথবা অসচ্চরিত্র রমণী পাইতে পারেন। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষাদ্বারা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্রা করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উন্নত ও পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত করা কিরূপ সম্ভব সকলেই বুঝিতে পারেন।

যাহা হউক আমরা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করি যে তিনি বৃথা আশা বা আশঙ্কায় আর কালহরণ না করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়মে বিদ্যালয়টীর কার্য্যারম্ভ করিয়া দিন :—

১ম। শিক্ষয়িত্রী হইতে ইচ্ছুক হউন আর না হউন যে সকল ভদ্ররমণী বিদ্যাশিক্ষার্থ অভিলাষিণী, তাহাদিগকে ছাত্রী করুন, বরং তাঁহাদিগের নিকট কিছু কিছু বেতন লইতে পারেন। কতক গুলি ছাত্রী হইলে বিদ্যালয়টী জমিয়া যাইবে এবং অন্ততঃ স্ব স্ব অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য চলিতে পারিবে।

২য়। যাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শিক্ষয়িত্রী করিতে যান, তাহাদিগের উপযুক্ত ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা করুন এবং পশ্চাৎ শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করিবার সময় তাঁহাদিগের যুক্তি সঙ্গত সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিবেন বলুন। অনেক দুঃখিনী ও বিধবা ভদ্র মহিলা দ্বারা ক্রমে অভাব পূরণ হইতে পারিবে।

৩য়। ভদ্র মহিলাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও মান সম্ভ্রমের কোন হানি হইবার আশঙ্কাও না হয়, বিদ্যালয়ের এরূপ উদার নিয়ম অবধারণ করুন।

এ বিষয়টীর আর আর কথা পশ্চাৎ লিখিবার মানস রহিল।

নূতন সংবাদ।

১। কয়েক দিন হইল, কলিকাতায় গণেশসুন্দরী নামে বৈদ্যবংশীয় একটী অল্প বয়স্কা বিধবা বালিকা খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মার্থা নামে এক জন দেশীয় খৃষ্টান রমণী হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে যাইতেন, তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বালিকাটী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং অনেক সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু শুনা যায় সে তাহার মাতার মনে অনর্থক মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছে এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের কিছুই বুঝে নাই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহা হইতে কএকটী মহৎ

অনিষ্ট ঘটিল। খৃষ্টান স্ত্রীলোকদিগকে হিন্দু পরিবারের আর শীঘ্র বিশ্বাস করিবে না; তাহাদিগের দ্বারা অন্তঃপুর শিক্ষার যে সাহায্য হইতেছিল তাহার ক্ষতি হইল; ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান মিসনরীদিগের প্রতি এ দেশীয়দিগের অশ্রদ্ধা বাড়িল। আমরা দেশীয় লোকদিগকেও বলি, এইরূপ ঘটনা না হইলে কি আপনারা দুঃখিনী বিধবাদিগের সংবাদ লইবেন না এবং ইহা দেখিয়াও কি তাহাদিগের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবেন না?

২। গত ৫ই ফাল্গুণ বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও আর ৫ জন দেশীয় ভ্রাতা ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পত্র ও বিলাতী সংবাদ পত্র হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। তাঁহারা জাহাজে দুই দিবস ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাহাতে জাহাজস্থ প্রায় সকল সাহেব বিবি ও অপরাপর লোক যোগ দিয়াছিলেন। বিলাতে একটী সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তথায় এক এক করিয়া ক্রমশঃ অনেকগুলি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইয়া এমন সুন্দর রূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে এক জন লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকে এমন উত্তমরূপে বলিতে পারে ইহা আমি কখন জানিতাম না সুতরাং শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু স্ত্রীলোক মৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেশব বাবুর নিকট জীবন্ত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন। কেশব বাবু মার্টিনো চাপেল এবং ফিন্সবেরী চাপেল নামক ধর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন এবং হানোবর স্কোয়ার গৃহে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত বিলাত হইতে ভাল শিক্ষয়িত্রী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

৩। উত্তর জার্ম্মানির দণ্ডবিধির নূতন আইন হইতে মনুষ্যের প্রাণদণ্ডের বিধান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল সুসভ্য রাজ্যে এই বিধি প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

৪। কাশীর কালেজের পণ্ডিত হিন্দী ভাষাতে "স্ত্রীশিক্ষা সুবোধিনী" নামে একখান পুস্তক লিখিয়াছেন, তজ্জন্য সার উইলিয়ম মিয়র নামে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে পাঁচ শ টাকা পুরস্কার দিবেন।

৫। এডুকেশন গেজেট পাঠে জানা গেল দিল্লীগেজেট নামক পত্র বলেন ফ্রান্সে তামাকের বিরুদ্ধে একটী সভা হইয়াছে। তাহার সভ্যেরা তামাকের বিপক্ষে রচনা লেখাইয়া গতবর্ষে সাতটী পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং এবৎসর তাহারা তজ্জন্য আটটী পুরস্কার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

বিদেশ ভ্রমণ।

মাঘের প্রথম ভাগে আনন্দিত চিতে।
বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে॥
কত দেশ কত নদী এড়াইয়া যাই।
অবশেষে সোম ভাদ্র দেখিবারে পাই॥
দেখিয়া তাহার রূপ ভয়ে উড়ে প্রাণ।
ক্রমে ক্রমে দিনমান হলো অবসান॥
সন্ধ্যার পরেতে যাই মঙ্গল সরাই।
এত লোক এক স্থানে কভু দেখি নাই॥
আট ঘন্টা রাত্রি যবে প্রবেশিনু কাশী।
জয় জয় করিতেছে যত কাশী বাসী॥
ডিউক কল্যাণে পুরী হলো আলোময়।
বম্ ভোলা বম্ ভোলা সকলেতে কয়॥
কাশীর ভিতরে দেখি গলি অতিশয়।
শঙ্খ ঘন্টা বাজিতেছে যত দেবালয়॥
পচাগন্ধে বমি ওঠে নাহি থাকে নাড়ি।
ঘেসাঘেসি কত শত পাষাণের বাড়ী॥
একে কাশী তাহে যোগ লাগিল গ্রহণ।
লোকের গোলেতে নাহি স্থির হয় মন॥
ছয় দিন থেকে মাত্র কাশীত্যাগ করি।
এলাহাবাদেতে যাই জগদীশ, স্মরি॥
ধন্য বলি সাহেবের অপরূপ লীলে।
যমুনার সেতু ভাই কি করে বাঁধিলে॥
গাড়ি গেলে পরে যেন ভূমিকম্প হয়।
কার সাধ্য নিম্ন ভাগে এক দৃষ্টে রয়॥